

Through Knowledge towards Jannah

# Islamic Online Madrasah – IOM



ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

গীবত

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা রাহাত আহমাদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

জামাল উদ্দিন

রোলঃ ২৩১০০১১০৩৩৯

৩১ মে, ২০২৬ ইং

Through Knowledge towards Jannah

# Islamic Online Madrasah – IOM



ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

গীবত

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক  
স্টাডিজের একটি আনুসঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা রাহাত আহমাদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

জামাল উদ্দিন

রোলঃ ২৩১০০১১০৩৩৯

# Islamic Online Madrasah – IOM

## ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

### প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “ গীবত ” বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে জামাল উদ্দিন, আইডিঃ ২৩১০০১১০৩৩৯ বিচক্ষণতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

---

### তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা রাহাত আহমাদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

---

### এক্সটারনালঃ

মাওলানা মাহবুবুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

## ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ গীবত ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাওলানা রাহাত আহমাদ উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

জামাল উদ্দিন

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩১ মে, ২০২৬ ইং

জামাল উদ্দিন

আইডিঃ ২৩১০০১১০৩৩৯

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

## সূচিপত্র

|                                                                                 |    |
|---------------------------------------------------------------------------------|----|
| ১। ভূমিকা.....                                                                  | 6  |
| ২। গীবতের বিস্তারিত ব্যাখ্যা.....                                               | 6  |
| ৩। কুরআনে গীবতের আলোচনা.....                                                    | 18 |
| ৪। হাদীসে গীবতের আলোচনা.....                                                    | 19 |
| ৫। সাহাবীদের নিকট গীবত.....                                                     | 20 |
| ৬। তাবেরীদের নিকট গীবত.....                                                     | 20 |
| ৭। সালাফে সালাহীনদের নিকট গীবত.....                                             | 21 |
| ৯। সৌস্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে গীবত.....                                           | 23 |
| ১০। গীবতের আওতাভুক্ত সাধারণ বিষয়গুলো.....                                      | 25 |
| ১১। কোন কোন অবস্থায় গীবত জায়েজ.....                                           | 29 |
| ১২। কুরআনে গীবতের শাস্তি.....                                                   | 31 |
| ১৩। হাদীসে গীবতের শাস্তি.....                                                   | 34 |
| ১৪। অন্যের গীবত কি শুনা পাপের অন্তর্ভুক্ত.....                                  | 36 |
| ১৫। গীবত চলছে এমন মজলিস ত্যাগ.....                                              | 37 |
| ১৬। গীবত এর মজলিস থেকে ওঠে আসা সম্ভব না হলে করণীয়.....                         | 38 |
| ১৭। গীবত বন্ধ করার জন্য নরম ভাষায় নসীহত.....                                   | 40 |
| ১৮। নসীহত করার পরও গীবত অব্যাহত রাখলে করণীয়.....                               | 42 |
| ১৯। গীবতকারীকে সরাসরি আল্লাহর ভয় দেখানো কি নসীহতের অংশ.....                    | 43 |
| ২০। নসীহত করার ক্ষেত্রে ক্রোধ নিয়ন্ত্রণের উপায়.....                           | 45 |
| ২১। নসীহতের সময় রাগের তীব্রতা ও সাহাবীদের ধর্মের আদর্শ.....                    | 46 |
| ২১। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নসীহতের ধরণ ও সাহাবীদের গ্রহণ..... | 48 |
| ২২। গীবত (পরিনিদা) থেকে বাঁচার প্রধান উপায়গুলো হলো:.....                       | 50 |
| ২৩। গীবত থেকে বাঁচার কার্যকরী উপায়গুলো নিচে দেওয়া হলো:.....                   | 51 |

|                                                                            |    |
|----------------------------------------------------------------------------|----|
| ২৪। গীবতের আধুনিক মাসাআয়েল.....                                           | 53 |
| ২৫। গীবতের কাফফারা আদায়ের সঠিক নিয়ম.....                                 | 55 |
| ২৬। গীবত আত্মার ব্যাধি কেন?.....                                           | 56 |
| ২৭। গীবত কখন জায়েজ? .....                                                 | 57 |
| ২৮। যেসব মানুষের গীবত জায়েজ .....                                         | 58 |
| ২৯। বিচারকের কাছে অভিযোগের সময় গীবতের সীমা.....                           | 60 |
| ৩০। গীবতকারীকে সংশোধন করার কার্যকরী উপায় .....                            | 61 |
| ৩১। গীবত সম্পর্কে ইমাম গাজ্জালীসহ কতিপয় মনীষীদের গুরুত্বপূর্ণ অভিমত ..... | 63 |
| ৩২। ইমাম গাজ্জালির মতে জিহ্বা নিয়ন্ত্রণের বিশেষ আমল.....                  | 66 |
| ৩৩। গীবত সম্পর্কিত কিছু বাস্তব ও শিক্ষণীয় ঘটনা দেওয়া হলো:.....           | 69 |
| ৩৪। গীবত সম্পর্কে প্রশ্নোত্তর .....                                        | 70 |
| ৩৫। জবান তথা জিহ্বার নিয়ন্ত্রণ করা গীবত থেকে বাঁচার অন্যতম উপায়.....     | 71 |
| ৩৬। উপসংহার.....                                                           | 73 |

## ১। ভূমিকা

সমাজে মানুষকে সতর্ক করা যে, কারও অনুপস্থিতিতে তার দোষ-ত্রুটি আলোচনা করা একটি বড় গুনাহ এবং সম্পর্ক নষ্ট করার কারণ। ইসলামী লেখায় গীবতকে খুব ভয়াবহ পাপ বলা হয়েছে; এটি অন্যের সম্মান ক্ষুণ্ণ করে এবং সমাজে বিদ্বেষ ছড়ায় ❖.

### সংক্ষিপ্ত ভূমিকা

গীবত বলতে বোঝায়, কারও অনুপস্থিতিতে তার এমন দোষ আলোচনা করা যা সে শুনলে অপছন্দ করবে, যদিও দোষটি সত্য হয় ❖. ইসলামে এটি হারাম ও কবিরার গুনাহ হিসেবে বর্ণিত হয়েছে ❖. তাই গীবত থেকে বাঁচা, জিহ্বা সংযত রাখা, এবং অন্যের সম্মান রক্ষা করা মুসলমানের নৈতিক দায়িত্ব ❖.

### ব্যবহারযোগ্য ভূমিকা

আপনার লেখার জন্য সংক্ষিপ্ত ভূমিকা এমন হতে পারে:

“গীবত ইসলামে অত্যন্ত নিন্দনীয় একটি কাজ। কারও অনুপস্থিতিতে তার এমন দোষ আলোচনা করাকে গীবত বলা হয়, যা সে অপছন্দ করে। এটি শুধু ব্যক্তিগত পাপ নয়, বরং সমাজে ঘৃণা, বিভেদ ও অবিশ্বাস সৃষ্টি করে। তাই ইসলাম গীবত থেকে দূরে থাকতে কঠোরভাবে নির্দেশ দিয়েছে।”

### • বিসডাউ

## ২। গীবতের বিস্তারিত ব্যাখ্যা

গীবত একটি ভয়াবহ পাপ। সমাজে যেসব পাপের প্রচলন সবচেয়ে বেশী তন্মধ্যে গীবত অন্যতম। এই পাপটি নীরব ঘাতকের মতো। বান্দার অজান্তেই এটা তার নেকীর ভান্ডার নিঃশেষ করে দেয় এবং তাকে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করে ছাড়ে। এটি চুরি-ডাকাতি, সূদ-ঘুষ, যিনা-ব্যভিচার ও মরা মানুষের পঁচা গোশত খাওয়ার চেয়েও মারাত্মক ও নিকৃষ্ট। কিন্তু অবাক করা ব্যাপার হ'ল এই জঘন্য পাপটি মানুষ হরহামেশাই করে থাকে। চায়ের আসর থেকে শুরু করে সোশাল মিডিয়া ও স্বাভাবিক আলাপচারিতায় এটা অনেকের স্বভাবসুলভ আচরণে পরিণত হয়ে গেছে। আরো আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে আল্লাহর ঘর মসজিদে বসেও অনেকে এই

গর্হিত পাপ করতে কুণ্ঠিত হয় না। সমাজের পরিচিত নেককার বান্দাদের মধ্যেও খুব কম মানুষই গীবতের এই নোংরা পাপ থেকে বাঁচতে পারে। নবী-রাসূল ছাড়া পৃথিবীর কোন মানুষই দোষ-ত্রুটি ও ভুলের উর্ধ্বে নয়। কিন্তু ইসলাম সেই ত্রুটি-বিচ্যুতি নিয়ে আলাপ-আলোচনা করাকে হারাম ঘোষণা করেছে। এমনকি সেই দোষচর্চা শ্রবণ করাকেও নিষিদ্ধ করেছে। বক্ষমাণ নিবন্ধে আমরা গীবতের বিবিধ অনুসঙ্গ নিয়ে আলোকপাত করার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ।

### গীবতের পরিচয়

‘গীবত’ (الْغَيْبَةُ) আরবী শব্দ। যার আভিধানিক অর্থ হ’ল- পরনিন্দা করা, দোষচর্চা করা, কুৎসা রটনা, পেছনে সমালোচনা করা, দোষারোপ করা, কারো অনুপস্থিতিতে তার দোষগুলো অন্যের সামনে তুলে ধরা।<sup>[1]</sup>

গীবতের পারিভাষিক অর্থ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ভাষায় অত্যন্ত সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, أَتَذَرُونَ مَا الْغَيْبَةُ؟ ‘তোমরা কি জান গীবত কী? ছাহাবীগণ বললেন, ‘(এ ব্যাপারে) আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন’। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ، ‘(গীবত হচ্ছে) তোমার ভাইয়ের ব্যাপারে এমন কিছু বলা, যা সে অপসন্দ করে’। জিজ্ঞেস করা হ’ল- أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ؟ ‘আমি যা বলছি, তা যদি আমার ভাইয়ের মধ্যে থাকে, তাহ’লে আপনার অভিমত কি? তিনি বললেন, إِنْ كَانَ فِيهِ مَا، ‘তুমি তার (দোষ-ত্রুটি) সম্পর্কে যা বলছ, সেটা যদি তার মধ্যে থাকে, তাহ’লে তুমি তার গীবত করলে। আর যদি সেই (ত্রুটি) তার মধ্যে না থাকে, তাহ’লে তুমি তার প্রতি অপবাদ আরোপ করলে’।<sup>[2]</sup>

ইমাম মুহিউদ্দীন নববী (রহঃ) বলেন, ‘গীবত হচ্ছে মানুষের মধ্যে বিদ্যমান দোষ-ত্রুটি নিয়ে আলোচনা করা, যা সে অপসন্দ করে। চাই সেই দোষ-ত্রুটির সম্পর্ক তার দেহ-সৌষ্ঠব, দীনদারিতা, দুনিয়া, মানসিকতা, আকৃতি, চরিত্র, ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি, পিতামাতা, স্ত্রী, চাকর-বাকর, পাগড়ি, পোষাক, চলাফেরা, ওঠা-বসা, আনন্দ-ফুর্তি, চরিত্রহীনতা, রুঢ়তা, প্রফুল্লতা-স্বৈচ্ছাচারিতা বা অন্য যেকোন কিছুর সাথেই হোক না কেন। এসবের আলোচনা আপনি মুখে বলে, লিখে, আকার-ইঙ্গিতে, চোখের ইশারায়, হাত দিয়ে, মাথা দুলিয়ে বা অন্য যেকোন উপায়েই করুন না কেন, তা গীবত’।<sup>[3]</sup>

মোটকথা কারো মধ্যে যদি সত্যিকারার্থেই কোন দোষ-ত্রুটি থাকে, আর সেটা নিয়ে আলোচনা করা যদি তিনি অপসন্দ করেন, তাহ'লে সেই সত্যি কথাটা অপরকে বলে দেওয়ার নামই হ'ল গীবত বা পরনিন্দা। আর যদি সেই দোষ তার ভিতর না থাকে, তবে সেটা 'বুহতান' বা অপবাদ।

**গীবতের কতিপয় পরিভাষা :** হাসান বাছরী (রহঃ) বলেন, 'গীবতের তিনটি ধরন আছে। যার প্রত্যেকটি আল্লাহর কিতাব কুরআনে উল্লেখিত হয়েছে- গীবত, ইষ্ক এবং বুহতান।

১. **গীবত (পরনিন্দা) :** গীবত হচ্ছে তোমার ভাইয়ের ব্যাপারে এমন কিছু দোষ-ত্রুটির কথা বলা, যা বাস্তবেই তার মাঝে বিদ্যমান আছে।

২. **ইষ্ক (মিথ্যা রটনা) :** তোমার কাছে কারো দোষ-ত্রুটির ব্যাপারে যে সংবাদ পৌঁছেছে, সেটা বলে বেড়ানো বা যাচাই না করে অন্যকে বলে দেওয়া। (যেমন- মা আয়েশা (রাঃ)-এর ব্যাপারে ঘটেছিল)।

৩. **বুহতান (অপবাদ) :** রাসূলের উক্তি তোমার ভাইয়ের ব্যাপারে এমন কিছু বলা, যা তার মাঝে নেই'।<sup>[4]</sup> তবে গীবতের আরো কিছু পরিভাষা আছে। যা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে বর্ণিত হয়েছে। যেমন-

৪. **নামীমাহ (চোগলখুরী) :** পরস্পরের মাঝে ফাসাদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে একজনের কথা অরেকজনকে বলা। এটাকে নামীমাহ বা চোগলখুরী বলা হয়।<sup>[5]</sup> ইবনু হাজার (রহঃ) বলেন, 'অনেকে ইখতিলাফ করেন যে, 'গীবত' ও 'নামীমাহ' কি একই জিনিস নাকি ভিন্ন কিছু? এ ব্যাপারে সঠিক কথা হ'ল উক্ত দুই পরিভাষার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। 'নামীমাহ' হ'ল ফাসাদ সৃষ্টি করার মানসিকতা নিয়ে একজনের অপসন্দনীয় কথা অন্যকে বলে দেওয়া, সেটা জেনে হোক বা না জেনে হোক। আর 'গীবত' হ'ল কারো অনুপস্থিতিতে তার দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করা, যা সে অপসন্দ করে। এখানে সূক্ষ্ম পার্থক্য হ'ল- 'নামীমাহ'-তে দ্বন্দ্ব বা অশান্তি সৃষ্টি করার হীন উদ্দেশ্য থাকে। কিন্তু 'গীবতে' সেই উদ্দেশ্য নাও থাকতে পারে'।<sup>[6]</sup> নামীমাহ ধরনগত দিক থেকে গীবতের মতো হ'লেও ভয়াবহতার দিক দিয়ে এটা গীবতের চেয়েও মারাত্মক ও সমাজবিধ্বংসী কর্মকাণ্ড। কেননা চোগলখুরীর মাধ্যমে সমাজে বিশৃঙ্খলা, মারামারি, হানাহানি, হিংসা-বিদ্বেষ ও অশান্তির দাবানল জ্বলে ওঠে।

৬. **হুমাযাহ ও লুমাযাহ :** পবিত্র কুরআনের 'সূরা হুমাযাহ'-তে এই দু'টি পরিভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। 'হুমাযাহ' শব্দের অর্থ হ'ল 'সম্মুখে নিন্দাকারী'। আর 'লুমাযাহ'

শব্দের অর্থ হ'ল 'পিছনে নিন্দাকারী'। আবুল 'আলিয়াহ, হাসান বাছরী, রবী' বিন আনাস, মুজাহিদ, আত্মা প্রমুখ বিদ্বান বলেন, **الْهُمَزَةُ: الَّذِي يَغْتَابُ وَيَطْعُنُ فِي وَجْهِهِ**, **الرَّجُلُ، وَاللُّمَزَةُ: الَّذِي يَغْتَابُهُ مِنْ خَلْفِهِ إِذَا غَابَ** মুখের উপর নিন্দা করে এবং দোষারোপ করে। আর 'লুমাযাহ' হ'ল সেই ব্যক্তি যে পিছনে তার অনুপস্থিতিতে নিন্দা করে'।<sup>[7]</sup>

**৭. শাঅ :** 'শাঅ'-এর অর্থ হ'ল- তিরস্কার করা, ভৎসনা করা, গালি দেওয়া, ব্যঙ্গ করা, কটুক্তি করা। অর্থাৎ সত্য কথার বিপরীতে কারো দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করা, সেটা নিয়ে ঠাটা করা বা কটুক্তি করাকে 'শাঅ' বলা হয়।<sup>[8]</sup> সাধারণ মানুষকে নিয়ে কটুক্তি করলে সেটা মহাপাপ। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে নিয়ে যদি কেউ কটুক্তি করে, তাহ'লে তাকে হত্যা করা অপরিহার্য। এ ব্যাপারে পৃথিবীর সকল মাযহাবের সকল আলেম একমত। রাসূলকে নিয়ে ব্যঙ্গকারীকে 'শাতিমুর রাসূল' বলা হয়।<sup>[9]</sup>

### গীবতের মাধ্যমসমূহ

গীবতের বিভিন্ন মাধ্যম রয়েছে, যেগুলোর সাহায্যে মানুষ অপরের গীবত করে থাকে। আলেমদের মতে গীবতের মূল মাধ্যম চারটি :

**১. জিহ্বার গীবত :** গীবতের সবচেয়ে বড় মাধ্যম হ'ল জিহ্বা। আলাপচারিতা, কথা-বার্তা ও বক্তৃতায় যবানের মাধ্যমে সবচেয়ে বেশী গীবত হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, **إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ، مَا يَنْبَيِّنُ فِيهَا، يَزِلُّ بِهَا فِي النَّارِ أُبْعَدَ مِمَّا بَيْنَ الْمَشْرِقِ**, 'নিশ্চয়ই বান্দা কখনো কখনো এমন কথা বলে ফেলে, যার পরিণাম সে চিন্তা করে না। অথচ এ কথার মাধ্যমে সে জাহান্নামের গভীরে নিক্ষিপ্ত হবে, যার দূরত্ব পূর্ব-পশ্চিমের দূরত্বের সমপরিমাণ'।<sup>[10]</sup> অন্যত্র তিনি বলেন, **إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ، سَخَطِ اللَّهِ، لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا، يَهْوِي بِهَا فِي جَهَنَّمَ** এমন কথা বলে ফেলে, যার গুরুত্ব সে নিজেও উপলব্ধি করতে পারে না। অথচ এ কারণে সে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে'।<sup>[11]</sup> আল্লাহর কিতাব ও রাসূলকে নিয়ে উপহাস করা, গীবত পরনিন্দা বা চোগলখুরি, গালি দিয়ে মুসলিমকে কষ্ট দেওয়াসহ প্রভৃতি কথার মাধ্যমে বান্দা গুরুতর পাপ করে ফেলে। তাই জিহ্বার হেফাযত অত্যন্ত যত্নসহী।<sup>[12]</sup>

**২. অন্তরের গীবত :** কুধারণা, হিংসা, অহংকার এবং কেউ গীবত করলে সেটা অন্তর দিয়ে মেনে নেওয়া বা তা সমর্থন করার মাধ্যমে অন্তরের গীবত হয়। ইবনে হাজার হায়তামী (রহঃ) বলেন, **الْغِيْبَةُ بِالْقَلْبِ هِيَ أَنْ تَظُنَّ بِهِ السُّوْءَ**, 'অন্তরের গীবত হচ্ছে

কারো ব্যাপারে মন্দ ধারণা পোষণ করা’।<sup>[13]</sup> ইমাম মাক্কেদেসী (রহঃ) বলেন, قد تحصل الغيبة بالقلب، وذلك سوء الظن بالمسلمين ‘মুসলিমদের ব্যাপারে খারাপ ধারণা করার মাধ্যমে অন্তরের গীবত সংঘটিত হয়’।<sup>[14]</sup> ইমাম গাফালী বলেন, মুখের ভাষায় গীবত বা পরনিন্দা করার ন্যায় মনে মনে কুধারণা পোষণ করাও হারাম। অর্থাৎ ভাষার ব্যবহারে কারো গীবত করা যেমন হারাম, অনুরূপভাবে মনে মনে কাউকে খারাপ বলা বা খারাপ ধারণা করাও হারাম’। মহান আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا، ‘هَ اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبِ بَعْضُكُم بَعْضًا’ বিশ্বাসীগণ! তোমরা অধিক ধারণা হ’তে বিরত থাক। নিশ্চয়ই কিছু কিছু ধারণা পাপ। আর তোমরা ছিদ্রাশ্বেষণ কর না এবং পরস্পরের পিছনে গীবত কর না’ (হুজুরাত ৪৯/১২)। মহান আল্লাহ একমাত্র গায়েব জানেন এবং মানুষের হৃদয়ের প্রতিটি স্পন্দনের খবর রাখেন। আর ইবলীসের কাজ হচ্ছে বান্দাকে ধোকা দিয়ে তার মনের মধ্যে মন্দ ধারণা প্রোথিত করা। আর বান্দা যদি কারো প্রতি খারাপ ধারণা করে ফেলে, তাহ’লে ইবলীসকে সত্যায়ন করা হয়ে যায়। আর ইবলীসকে সত্যায়ন করা হারাম। ফলে কারো ব্যাপারে মন্দ ধারণা পোষণ করাও হারাম। কারণ কুধারণার মাধ্যমে গুপ্তচরবৃত্তি বা গোয়েন্দাগিরি করার মানসিকতা গড়ে ওঠে, যা আরেক ধরনের কাবীর গুনাহ। তাই আল্লাহ অত্র আয়াতে কুধারণার মাধ্যমে অন্তরের গীবত থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়ে গুপ্তচরবৃত্তি ও ছিদ্রাশ্বেষণ করতে নিষেধ করেছে। তারপর বিশেষভাবে গীবত না করার আদেশ প্রদান করেছেন।<sup>[15]</sup>

৩. ইশারা-ইঙ্গিতের গীবত : কখনো কখনো চোখ, হাত ও মাথার ইশারার মাধ্যমেও গীবত হয়ে থাকে। আয়েশা (রাঃ) বলেন, دَخَلَتْ امْرَأَةً قَصِيرَةً وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ فَقُلْتُ بِإِبْهَامِي هَكَذَا، وَأَشْرْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَصِيرَةٌ، ‘একজন খাটো মহিলা (আমাদের ঘরে) প্রবেশ করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বসেছিলেন। আমি আমার বৃদ্ধাঙ্গুলি দিয়ে রাসূল (ছাঃ)-এর দিকে এভাবে ইশারা করে বললাম, أَنَّهَا قَصِيرَةٌ ‘সে তো বেঁটে মহিলা’। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, ‘তুমি তো তার গীবত করে ফেললে’।<sup>[16]</sup> অপর বর্ণনায় সেই আগন্তুক মহিলার পরিচয় দেওয়া হয়েছে। হুযাইফা (রাঃ) বলেন, আয়েশা (রাঃ) বলেছেন, আমি নবী করীম (ছাঃ)-কে বললাম، قَالَ غَيْرُ، وَكَذَا، قَالَ غَيْرُ، ‘হাফিইয়াহ (রাঃ)-এর ব্যাপারে এতটুকুই বলা যথেষ্ট যে, তিনি لَقَدْ قُلْتَ كَلِمَةً لَوْ مُزِجَتْ بِمَاءِ الْبَحْرِ, ‘মুসদ্দ: تُعْنِي قَصِيرَةٌ’ এরূপ অর্থাৎ খাটো প্রকৃতির। তিনি বললেন,

لَمْزَجْتُهُ، ‘তুমি এমন একটি কথা বলেছ, যদি তা সমুদ্রে মিশিয়ে দেওয়া হয়, তবে সমুদ্রের পানির রং পাল্টে যাবে’। আয়েশা (রাঃ) বলেন، فَقَالَ: مَا، وَحَكَيْتُ لَهُ إِنْسَانًا، أَجِبْتُ أَنِّي حَكَيْتُ إِنْسَانًا وَأَنَّ لِي كَذَا وَكَذَا (আরেক দিন) আমি এক ব্যক্তিকে অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে নকল করলাম। তিনি বললেন, আমাকে এতো এতো সম্পদ দেওয়া হ’লেও আমি কারো অনুকরণ পসন্দ করবো না’।[17] ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, ‘আয়েশা (রাঃ) গীবত করার উদ্দেশ্যে ছাফিয়া (রাঃ)-এর দোষ বর্ণনা করেননি; বরং বৈশিষ্ট্য তুলে ধরে তার ব্যাপারে খবর দেওয়াই ছিল মূল উদ্দেশ্য। তথাপি সেটা গীবতের পর্যায়ভুক্ত ছিল’।[18] সুতরাং গীবতের প্রকাশ হচ্ছে সেই দোষ বর্ণনা দেওয়ার মতোই। সংকেত, অঙ্গভঙ্গি, চোখ টেপা, ইশারা-ইঙ্গিত এবং অপরকে হয়ে করা বুঝায় এমন প্রত্যেক কিছুই গীবতের অন্তর্ভুক্ত। অপরদিকে গীবতকে সমর্থন দেওয়াও গীবত। কেননা গীবত শ্রবণকারীও গীবতের দায় এড়াতে পারবে না, যদি না সে অন্তর দিয়ে সেটা প্রত্যাখ্যান করে এবং মুখের ভাষায় সেটার প্রতিবাদ করে।[19]

8. লেখার মাধ্যমে গীবত : মানুষের মনের ভাব ও মতামত প্রকাশের একটি বড় মাধ্যম হ’ল লেখা। গায়ালী (রহঃ) বলেন, وكذلك الغيبة بالكتابة فإن القلم أحد اللسانين, ‘লেখার মাধ্যমেও গীবত হয়ে থাকে। কেননা কলম দুই ভাষার একটি’।[20] ড. সাঈদ ইবনে ওয়াহফ আল-কাহত্বানী (রহঃ) বলেন, ‘গীবত শুধু মুখের ভাষার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। বরং গীবতকারী যে কোন মাধ্যমে অপরের কুৎসা রটাতে পারেন। হ’তে পারে সেটা ইশারা-ইঙ্গিত, কাজ-কর্ম, অঙ্গ-ভঙ্গি, ভেংচানো, খোঁটা দেওয়া ও লেখালেখির মাধ্যমে অথবা যার নিন্দা করা হচ্ছে তিনি অপসন্দ করেন এমন যে কোন মাধ্যমে’।[21]

### গীবতের ধরনসমূহ

গীবত বলা হয় অপরের এমন সমালোচনা, যা শুনলে তার খারাপ লাগবে বা মন খারাপ হবে। এই সমালোচনা অন্যের দৈহিক ত্রুটি, বংশগত দোষ, চারিত্রিক ত্রুটি, কাজ-কর্ম, পোষাক-পরিচ্ছদ, ঘর-বাড়ি, গাড়ি-ঘোড়া সম্পর্কিত দোষ হ’লেও তা গীবত। গীবতের রকমভেদ সম্পর্কে বিভিন্ন গ্রন্থে বর্ণনা এসেছে। এখানে ইমাম নববী (রহঃ)-এর ‘আল-আযকার’, ইমাম গায়ালী (রহঃ)-এর ‘ইহয়াউ উলুমুদ্দীন’ এবং

‘মাওসু’আতুল আখলাক’ থেকে একত্রে এবং সংক্ষিপ্তাকারে গীবতের ধরনগুলো তুলে ধরা হ’ল।-

১. শারীরিক গঠন বা অবয়বের গীবত : যেমন তাচ্ছিল্য করে বলা হয়- কানা, খোঁড়া, ল্যাংড়া, লম্বু, খাটো, বাঁটু, কালা, হলদে, ধলা, অন্ধ, ট্যারা, টেকো মাথা, চোখে ছানি পড়া, ঠোঁট মোটা, কান ছোট, নাক বোঁচা, ঠসা প্রভৃতি। উদ্দিষ্ট ব্যক্তি যদি এগুলো অপসন্দ করেন, তবে সেটা গীবত হয়ে যাবে।

২. চারিত্রিক আচার-আচরণের গীবত : যেমন কাউকে উদ্দেশ্য করে বলা- ফাসেক, খিয়ানতকারী, পিতামাতার অবাধ্য, গীবতকারী, পাক-নাপাকের ব্যাপারে উদাসীন, চোর, ছালাত পরিত্যাগকারী, যাকাত অনাদায়কারী, ব্যভিচারী, অহংকারী, বদমেজাজী, কাপুরুষ, দুর্বল মনের অধিকারী, ঝগড়াটে, নির্লজ্জ, দুশ্চরিত্র, স্বেচ্ছাচারী, তাড়াহুড়াপ্রবণ, টিলা, রুঢ়, লম্পট, বেয়াদব, অভদ্র, পেটুক, বাচাল, নিদ্রাকাতর, অবিবেচক, অলস, ধূর্ত, প্রবঞ্চক, ধূমপায়ী, বিড়িখোর, নেশাখোর ইত্যাদি।

৩. বংশের গীবত : যেমন অবজ্ঞা করে বলা- অজাত, ছোটলোক, নিথো, মুচি, চামার, মেথর, কাঠমিস্ত্রি, ভ্যানচালক, কামার, তাঁতি, পাঠান, বিহারী, বাঙ্গাল প্রভৃতি। বংশের দিকে বা পিতামাতার দিকে সম্বন্ধ করে অপসন্দনীয় যাই বলা হবে, সেটাই গীবত।

৪. পোষাক-পরিচ্ছদের গীবত : যেমন কারো পোষাক সম্পর্কে বলা, চওড়া আস্তিন, দীর্ঘ আঁচল, নোংরা পোষাক পরিধানকারী, লম্বা আঁচলওয়ালী ইত্যাদি।

৫. পরোক্ষ গীবত : পরোক্ষ গীবত বলতে এমন পরনিন্দাকে বুঝায়, যা সরাসরি না বলে ভিন্ন আঙ্গিকে বলা হয়ে থাকে। নিম্নে তার কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হ’ল-

\* কোন ব্যক্তির প্রসঙ্গ বলতে বলতে বা শুনতে শুনতে বলা- ‘আল্লাহ তার নির্লজ্জতা থেকে পানাহ দিন’ অথবা ‘গোমরাহী থেকে পানাহ চাই’ ইত্যাদি বলা। মূলতঃ এভাবে বলে আলোচিত ব্যক্তির নির্লজ্জতা ও গোমরাহীর কথা উল্লেখ হয়ে থাকে।

\* ‘কিছু লোক এই করে’ বা ‘কিছু মানুষ এই বলে’ বলা। এই ‘কিছু’ শব্দের মাধ্যমে সম্বোধিত ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট করে বুঝানো হয়, তাহ’লে সেটা গীবত।

\* ‘অমুক পন্ডিত’, ‘অমুক ছাহেব’, ‘অমুক নেতা’ ইত্যাদি তাচ্ছিল্যের সাথে বলা। অর্থাৎ দোষ বা ত্রুটি বর্ণনার সময় সম্বোধিত ব্যক্তির নাম উল্লেখ না করলেও শ্রোতা বুঝে নিতে পারে কাকে উদ্দেশ্য করে এই কথাগুলো বলা হচ্ছে।

\* কোন ব্যক্তির ব্যাপারে বলা ‘অমুক ভাই/বন্ধু অপমানিত হওয়ার কারণে বা তার অমুক দোষ-ত্রুটির কারণে আমি কষ্ট পেয়েছি’। আলেমদের মতে, এখানে দো‘আর

মাধ্যমে বর্ণিত ব্যক্তির গীবত করে ফেলা হয়। কারণ তার সেই ত্রুটি গোপন ছিল, কিন্তু সে দো‘আ করার মাধ্যমে সেটা সবার সামনে প্রকাশ করে দিল। যদি তার দো‘আ করার উদ্দেশ্য থাকতো, সে নির্জনে সেই ভাইয়ের জন্য দো‘আ করতে পারত। পরোক্ষ গীবতের এরকম আরো অনেক উদাহরণ আছে। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এগুলোকে গীবত মনে করে না। অথচ এগুলোও সর্বনাশা গীবত।

### গীবতের প্রকারভেদ

ওলামায়ে কেরামের পরিভাষায় গীবত মূলতঃ তিন প্রকার।[\[22\]](#)

১. হারাম গীবত : কারো অনুপস্থিতিতে তার দোষ-ত্রুটির বর্ণনা দেওয়া, যেটা সে পসন্দ করে না। এটা হারাম গীবত।

২. ওয়াজিব গীবত : মুসলিম সমাজকে বা ব্যক্তিকে সতর্ক ও সাবধান করার জন্য দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করা ক্ষেত্রবিশেষে ওয়াজিব। যেমন- ইলমুল জারাহ ওয়াত তা‘দীলের ক্ষেত্রে যদি মুহাদ্দিছগণ রাবীদের দোষ-ত্রুটি বর্ণনা না করতেন, তাহ’লে ছহীহ-যঈফ, গ্রহণযোগ্য-অগ্রহণযোগ্য হাদীছসমূহের মান নির্ধারণ করা কখনোই সম্ভব হ’ত না। তাই এক্ষেত্রে দোষ বর্ণনা করা ওয়াজিব। অনুরূপভাবে বিবাহ-শাদীর ক্ষেত্রে যদি বর বা কনে সম্পর্কে জানতে চাওয়া হয়, তাহ’লে তাদের দোষ-ত্রুটি স্পষ্টভাবে বলে দেওয়া ওয়াজিব। কারণ দোষ বর্ণনা না করলে জিজ্ঞেসকারীকে ধোঁকা দেওয়া হবে। কোন ব্যক্তি যদি খিয়ানতকারী অসৎ লোকের সাথে ব্যবসা করতে চায়, সেই ব্যক্তিকে সতর্ক করার জন্য ঐ অসৎ লোকের দোষ বর্ণনা করা ওয়াজিব। কারণ সে না জেনে না বুঝে তার সাথে ব্যবসা করে ধোঁকায় পড়তে পারে। তাই তাকে সাবধান করা অপরিহার্য। এভাবে আরো কিছু ক্ষেত্র আছে, যেখানে দোষ বর্ণনা করা হারাম নয়; বরং তখন দোষ বর্ণনা করা অপরিহার্য হয়ে যায়।

৩. মুবাহ বা জায়েয গীবত : যদি নিন্দা করার পিছনে যুক্তিসঙ্গত বা শরী‘আত সম্মত কোন কারণ থাকে, তবে সেই গীবত করা মুবাহ বা জায়েয। যেমন- যুলুমের বিচার প্রাপ্তির জন্য শাসকের কাছে নালিশ করার সময় গীবত করা। কোন ব্যক্তি যদি মযলুম হয়ে বিচারকের কাছে গিয়ে বলে, ‘অমুক ব্যক্তি আমার টাকা আত্মসাৎ করেছে, আমার প্রতি যুলুম করেছে, আমার বাড়িতে চুরি করেছে ইত্যাদি। তবে এটা হারাম গীবতের অন্তর্ভুক্ত হবে না। অনুরূপভাবে আলেম বা মুফতীর কাছে কোন বিষয়ে ফৎওয়া নেওয়ার জন্য অন্যাযকারীর গীবত করা জায়েয। অবজ্ঞা করার

উদ্দেশ্য না করে স্রেফ পরিচয় দেওয়ার জন্য কারো ত্রুটি বর্ণনা করা জায়েয। যেমন- কানা, কালো, খোড়া ইত্যাদি।

## গীবতের বিধান

গীবত করার বিধান দুই ভাগে বিভক্ত। (১) গীবত করার বিধান। (২) গীবত শোনার বিধান।

**১. গীবত করার বিধান :** গীবত একটি জঘন্য পাপ। গীবতের মাধ্যমে হাক্কুল ইবাদ বা

বান্দার অধিকার ক্ষুণ্ণ হয়। মহান আল্লাহ বলেন, **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْنَاهُ** وَأَتَقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ‘হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা অধিক ধারণা হ’তে বিরত থাক। নিশ্চয়ই কিছু কিছু ধারণা পাপ। আর তোমরা ছিদ্রাশ্বেষণ

কর না এবং পরস্পরের পিছনে গীবত কর না। তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে পসন্দ করে? বস্তুতঃ তোমরা সেটি অপসন্দ করে থাক।

তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বাধিক তওবা কবুলকারী ও পরম দয়ালু’ (হুজুর/ত ৪৯/১২)। এখানে মানব স্বভাবের তিনটি মারাত্মক ত্রুটি বর্ণনা করা হয়েছে। যা সমাজের শান্তি ও শৃংখলা বিনষ্ট করে। প্রথমটি হ’ল ‘অহেতুক ধারণা’

(بَعْضَ الظَّنِّ) এবং দ্বিতীয়টি হ’ল ‘ছিদ্রাশ্বেষণ’ (وَلَا تَجَسَّسُوا)। তৃতীয়টি হ’ল

لا خلاف أن الغيبة من, ইমাম কুরতুবী বলেন, ‘গীবত কবীর গুনাহের কবائر, وَأَنْ مَنْ اغْتَابَ أَحَدًا عَلَيْهِ أَنْ يَتُوبَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ অন্তর্ভুক্ত, এতে কোন ইখতেলাফ নেই। যে ব্যক্তি কারো গীবত করবে, তার তওবা করা অপরিহার্য’। [23] ইমাম হায়তামী বলেন, অত্র আয়াত ও অসংখ্য ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত যে, গীবত করা কবীর গুনাহ’। [24] তাছাড়া বর্ণিত আয়াতে গীবত

করাকে মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়ার সাথে তুলনা করা হয়েছে। এর কারণ হ’ল- মৃত মানুষের গোশত খাওয়া হ’লে সে বুঝতে পারে না যে তার গোশত খাচ্ছে। অনুরূপ যার গীবত করা হয়, সেও বুঝতে পারে না যে তার গীবত করছে। [25] হাদীছেও গীবতের ক্ষেত্রে মৃত ভক্ষণের কথা এসেছে এর নিকৃষ্টতা বুঝানোর জন্য।

যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেন, **مَنْ أَكَلَ بِرَجُلٍ مُّسْلِمٍ أَكَلَهُ فَإِنَّ اللَّهَ يُطْعِمُهُ مِثْلَهَا مِنْ جَهَنَّمَ** وَمَنْ كَسَى ثَوْبًا بِرَجُلٍ مُّسْلِمٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَكْسُوهُ مِثْلَهُ مِنْ جَهَنَّمَ وَمَنْ قَامَ بِرَجُلٍ مَّقَامَ سُمْعَةٍ -وَرِيَاءٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَقُومُ بِهِ مَقَامَ سُمْعَةٍ وَرِيَاءٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ‘যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের

গীবতের বিনিময়ে এক গ্রাসও খাদ্য ভক্ষণ করবে, আল্লাহ তাকে সমপরিমাণ

জাহানগামের আঙুন ভক্ষণ করাবেন। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে অপমান করার মাধ্যমে কোন কাপড় পরিধান করবে, আল্লাহ তাকে সমপরিমাণ জাহানগামের আঙুন পরিধান করাবেন। আর যে ব্যক্তি কাকেও হেয় প্রতিপন্ন করে লোকদের নিকট নিজের বড়ত্ব যাহির করে এবং শ্রেষ্ঠত্ব দেখায়, ক্রিয়ামতের দিন আল্লাহ স্বয়ং ঐ ব্যক্তির শ্রুতি ও রিয়া প্রকাশ করে দেবার জন্য দন্ডায়মান হবেন’।[26]

মূলতঃ গীবতের মাধ্যমে অপর ভাইয়ের সম্মান নষ্ট করা হয়। বিদায় হজ্জের ভাষণে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) চিরদিনের জন্য এটা হারাম ঘোষণা করেছেন। তিনি বলেন، إِنَّ دِمَاءَكُمْ، وَأَمْوَالَكُمْ، وَأَعْرَاضَكُمْ، بَيْنَكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، لِيُبْلَغَ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، فَإِنَّ الشَّاهِدَ عَسَى أَنْ يُبْلَغَ مَنْ هُوَ أَوْعَى لَهُ مِنْهُ ‘তোমাদের রক্ত, তোমাদের ধন-সম্পদ, তোমাদের সম্মান তোমাদের পরস্পরের জন্য হারাম, যেমন আজকে তোমাদের এই দিন, এই মাস, এই শহর তোমাদের কাছে মর্যাদা সম্পন্ন। এখানকার উপস্থিত ব্যক্তির যেন (আমার এই কথা) অনুপস্থিত ব্যক্তিদের কাছে পৌঁছিয়ে দেয়। কারণ উপস্থিত ব্যক্তি সম্ভবত এমন ব্যক্তির কাছে এসব কথা পৌঁছাবে, যে এই বাণীকে তার চেয়েও অধিক আয়ত্তে রাখবে’।[27]

আমর ইবনুল আছ একদিন একটা মরা গাধার পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন। গাধাটির দিকে ইশারা করে তার সাথীদের বললেন، لَأَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ مِنْ هَذَا حَتَّى يَمْلَأَ بَطْنَهُ، ‘একজন মুসলিমের গোশত খাওয়া বা গীবত করার চেয়ে কোন মানুষের জন্য এই (মরা গাধার) গোশত খেয়ে পেট ভর্তি করা উত্তম’।[28] ইবনু হাজার আসকালানী (রহ.) বলেন, ‘অত্র হাদীছ এটা প্রমাণ করে যে, গীবত করা কবীরা গুনাহ’।[29] গীবতকারীরা এই ঘৃণ্য পাপের কারণে সে পরকালেও ভয়াবহ শাস্তির সম্মুখীন হবে।[30] সালাফে ছালেহীন এই পাপকে এত বেশী ভয় করতেন যে, পরনিন্দা করা তো দূরের কথা, যারা পরনিন্দা করে তাদেরকেও ভয় করতেন, যেন তাদের সাথে মিশে এই পাপে না জড়িয়ে পড়েন।

আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক (রহঃ) বলেছেন، فر من المغتاب فرارك من الأسد ‘তুমি বাঘ থেকে যেভাবে পলায়ন কর, গীবতকারী থেকে সেভাবে পালিয়ে যাও’।[31]

**২. গীবত শোনার বিধান :** গীবত করা যেমন মহাপাপ তেমনি খুশি মনে পরনিন্দা শোনাও পাপ। মহান আল্লাহ মুমিনদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে বলেন، وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ ‘তারা যখন অসার বাক্য শ্রবণ করে তখন যেন তা উপেক্ষা করে’ (ক্বাহাছ ২৮/৫৫)। ওলামায়ে কেরাম বলেন، إن سماع الغيبة والاستماع إليها لا تجوز،

‘গীবত শোনা এবং এর দিকে কান পেতে থাকা বৈধ নয়। গীবতকারী এবং গীবত শ্রবণকারী উভয়ই সমান পাপী’।<sup>[32]</sup>

ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, *المغتَابُ يَكْرَهُهَا يَحْرُمُ عَلَى السَّامِعِ*, ‘গীবতকারীর উপরে মানুষের দোষ-ত্রুটির বর্ণনা দেওয়া যেমন হারাম, ঠিক তেমনি সেটার নিন্দা শ্রবণ করা এবং তার স্বীকৃতি দেওয়াও হারাম’।<sup>[33]</sup>

তিনি বলেন, *أَنَّهُ يَنْبَغِي لِمَنْ سَمِعَ الْغِيْبَةَ أَنْ يَرُدَّهَا، وَيُزَجِرْ قَائِلَهَا، فَإِنْ لَمْ يَنْزَجِرْ بِالْكَلَامِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ بِالْيَدِ وَلَا بِاللِّسَانِ، فَارْقَ ذَلِكَ الْمَجْلِسَ، فَإِنْ سَمِعَ غِيْبَةَ شَيْخِهِ أَوْ غَيْرِهِ مَمَّنْ لَهُ عَلَيْهِ حَقٌّ، أَوْ مِنْ أَهْلِ الْفَضْلِ وَالصَّلَاحِ، كَانَ الْإِعْتِنَاءُ بِمَا ذَكَرْنَاهُ أَكْثَرَ*, ‘গীবত শ্রবণকারীর কর্তব্য হ’ল নিন্দাকারীকে প্রতিহত করা এবং তাকে ধমক দেওয়া। যদি কথার মাধ্যমে বিরত না রাখতে পারে, তবে হাত দিয়ে বাধা দিবে। যদি হাত বা মুখ দিয়ে বাধা দিতে না পারে, তাহ’লে সেই মজলিস পরিত্যাগ করবে। আর

বয়স্ক লোক, বাধা দেওয়ার অধিকার আছে এমন ব্যক্তি, গণ্য-মান্য লোকের গীবত শোনার ব্যাপারে আলোচিত পরিস্থিতির চেয়ে আরো সজাগ-সতর্ক থাকতে হবে’।<sup>[34]</sup>

সালাফগণ গীবতের ব্যাপারে এতটাই কঠোর ছিলেন যে, কোন বৈঠকে কারো নিন্দা করা হ’লে সেই বৈঠকই পরিত্যাগ করতেন। ইবরাহীম ইবনে আদহাম (রহ.)

দাওয়াতের মেহমান হয়ে এক খাবার মজলিসে হাযির হ’লেন। লোকজন বলল, ‘অমুক ব্যক্তি এখনো আসেনি’। একজন বলে উঠল, ‘সে একটু অলস প্রকৃতির লোক’। তখন ইবরাহীম (রহ.) বললেন, ‘যে বৈঠকে বসলে আমার মাধ্যমে কোন মুসলিম ভাইয়ের গীবত হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে, এমন মসলিসে উপস্থিত থাকা আমার জন্য সমীচীন নয়’। একথা বলে তিনি না খেয়েই সেখান থেকে উঠে চলে গেলেন।

(মাসিক আত-তাহরিক)

[1]. ইবনু ফারেস, *মু‘জামু মাক্কাসিসিল লুগাহ*, ৪/৪০৩; ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *মু‘জামুল ওয়াফী*, পৃ. ৭৪০।

[2]. মুসলিম হা/২৫৮৯; আব্দাউদ হা/৪৮৭৪; তিরমিযী হা/১৯৩৪।

[3]. নববী, *আল-আয্কার*, পৃ. ৩৩৬।

[4]. তাফসীরে কুরতুবী, ১৬/৩৩৫; মাওসু‘আতুল আখলাক, ২/৪০১।

[5]. ইবনে মানযুর, *লিসানুল আরব* ১২/৫৯২; ইবনুল আছীর, *আন-নিহায়াহ ফী গারীবিল হাদীছ*, ৫/২৫৬।

[6]. *ফাৎহুল বারী* ১০/৪৭৩।

- [7]. তাফসীরে কুরতুবী, ২০/১৮১।
- [8]. আব্দুর রউফ মুনাভী, আত-তাওকীফ, পৃ.২৫৪; নাযরাতুন নাঈম, ১১/৫১৬৩।
- [9]. এ ব্যাপারে ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ রচিত 'আছ-ছামিরুল মাসনুল 'আলা শাতিমির রাসূল' গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।
- [10]. বুখারী হা/৬৪৭৭; মুসলিম হা/২৯৮৮।
- [11]. বুখারী হা/৬৪৭৮; মিশকাত হা/৪৮১৩।
- [12]. আব্দুল আযীয রাজেহী, তাওফীকুর রাবিবুল মুন'ইম ৮/৪২০।
- [13]. হায়তামী, আয-যাওয়াজির আন ইকতিরাফিল কাবায়ের ২/২৮।
- [14]. নাজমুদ্দীন আল-মাক্কেদেসী, মুখতাছার মিনহাজিল ক্বাছেদীন, পৃ.১৭২।
- [15]. গাযালী, ইহয়াউ উলুমিদ্দীন, ৩/১৫০।
- [16]. মুসনাদে আহমাদ হা/২৫৭০৮; ইবনু আবীদ্বুনইয়া, যাম্মুল গীবাত ওয়ান নামীমাহ, হা/৭০; পৃ.২৪, সনদ হাসান।
- [17]. আব্দুদাউদ হা/ ৪৮৭৫; তিরমিযী হা/২৫০২, সনদ ছহীহ।
- [18]. আসকালানী, ফাৎহুল বারী ১০/৪৬৯।
- [19]. তাহনাওয়ী, কাশশাফু ইছত্বিলাহাতিল ফুনুন ওয়াল উলুম ২/১২৫৬।
- [20]. ইহয়াউ উলুমিদ্দীন ৩/১৪৫।
- [21]. কাহত্বানী, আফাতুল লিসান, পৃ. ৯।
- [22]. আল-মাওসু'আতুল আখলাক ২/৪০৯।
- [23]. তাফসীরে কুরতুবী ১৬/৩৩৭।
- [24]. হায়তামী, আয-যাওয়াযের 'আন ইকতিরাফিল কাবায়ের, পৃ. ৩৭১।
- [25]. তাফসীরে কুরতুবী ১৬/৩৩৫।
- [26]. আব্দুদাউদ হা/৪৮৮১; মিশকাত হা/৫০৪৭ 'শিষ্টাচার সমূহ' অধ্যায়; ছহীহাহ হা/৯৩৪।
- [27]. বুখারী হা/৬৭; মুসলিম হা/১৬৭৯।
- [28]. ছহীহত তারগীব হা/২৮৩৮; সনদ ছহীহ।
- [29]. ফাৎহুল বারী ১০/৪৭০।
- [30]. আব্দুদাউদ হা/৪৮৭৮; মিশকাত হা/৫০৪৬; সনদ ছহীহ।
- [31]. আর-রিসালাতুল কুশাইরিয়াহ ১/২৯২।
- [32]. মাওসু'আতুল আখলাক ২/৪০৭।

[33]. নববী, আল-আযকার, পৃ. ২৯১।

[34]. আল-আযকার, পৃ. ২৯৪।

[35]. সামারকান্দী, তাস্বীহুল গাফেলীন, পৃ. ১৬৬।

মোদ্দকথা হলো কারও অনুপস্থিতিতে তার এমন দোষ-ত্রুটি বা অপছন্দের কথা বলা, যা সে শুনলে কষ্ট পেত বা অসন্তুষ্ট হতো ❖.

আরও সহজভাবে বলা যায়, “অন্যের পেছনে তার দোষ বলা”—এটাই গীবত।

### ৩। কুরআনে গীবতের আলোচনা

প্রধানত সূরা আল-হুজুরাতের ১২ নম্বর আয়াতে এসেছে। সেখানে আল্লাহ বলেন, মুমিনদেরকে অনেক সন্দেহ থেকে বাঁচতে, অন্যের দোষ অনুসন্ধান না করতে, এবং কারও পেছনে নিন্দা না করতে; এরপর গীবতকে মৃত ভাইয়ের মাংস খাওয়ার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। ❖

আয়াতের অর্থ সংক্ষেপে:

“হে মুমিনগণ, তোমরা অনেক ধারণা থেকে বেঁচে থাক। নিশ্চয় কিছু ধারণা গুনাহ। আর তোমরা গোয়েন্দাগিরি করো না, এবং তোমাদের কেউ যেন কারও পশ্চাতে নিন্দা না করে। তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের মাংস খেতে পছন্দ করবে? বস্তুত তোমরা তো তা ঘৃণাই করো। আর আল্লাহকে ভয় কর; নিশ্চয় আল্লাহ তওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু।” ❖

আরও একটি আয়াত হলো সূরা আন-নিসা ৪:১৪৮। সেখানে বলা হয়েছে, আল্লাহ প্রকাশ্যে মন্দ কথা বলা পছন্দ করেন না, তবে কারও প্রতি জুলুম হলে ভিন্ন কথা; এটি গীবত, মন্দ প্রচার, ও অশালীন কথাবার্তা থেকে বিরত থাকার শিক্ষা দেয়। ❖

আর সূরা আল-হুমাযা ১০৪:১-৯-এ সামনের ও পেছনের নিন্দাকারীদের জন্য কঠোর সতর্কতা এসেছে, যা গীবত ও পরনিন্দার ভয়াবহতা আরও স্পষ্ট করে। ❖

সহজ ভাষায়

গীবত মানে: কারও অনুপস্থিতিতে তার এমন দোষ বলা, যা সে শুনলে কষ্ট পাবে। ❖

কুরআনে এটিকে খুবই ঘৃণিত কাজ বলা হয়েছে। ❖

মূল শিক্ষা: সন্দেহ, গোয়েন্দাগিরি, পরিনিন্দা, এবং মন্দ প্রচার—সবই পরিহার করতে হবে। ❖

## ৪। হাদীসে গীবতের আলোচনা

হাদীসে গীবতের সবচেয়ে প্রসিদ্ধ আলোচনা এসেছে আবু হুরাইরা (রা.) বর্ণিত হাদীসে। নবী ﷺ গীবতের সংজ্ঞা এমনভাবে দিয়েছেন: “তোমার ভাইয়ের এমন বিষয় আলোচনা করা, যা সে অপছন্দ করে।” ❖

আরবি ইবারত

أَتَذَرُونَ مَا الْغَيْبَةُ؟  
قَالُوا: اللَّهُ: وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ  
قَالَ: ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ  
قِيلَ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ؟  
❖ قَالَ: إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ اغْتَابْتَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهْتَهُ

বাংলা অর্থ

“তোমরা কি জান গীবত কী?” সাহাবারা বললেন, “আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন।” তিনি বললেন, “তোমার ভাইয়ের এমন কথা বলা, যা সে অপছন্দ করে।” জিজ্ঞেস করা হলো, “আমি যা বলছি তা যদি আমার ভাইয়ের মধ্যে থাকে?” তিনি বললেন, “যদি তা তার মধ্যে থাকে, তবে তুমি তার গীবত করলে; আর যদি তা তার মধ্যে না থাকে, তবে তুমি তার ওপর মিথ্যা অপবাদ দিলে।” ❖

আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ হাদীস

গীবতের ভয়াবহতা বোঝাতে আরেক হাদীসে এসেছে: “যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের গীবত করে, সে যেন তার মৃত ভাইয়ের মাংস ভক্ষণ করল।” এই অর্থ কুরআনের সতর্কতার সঙ্গেও সামঞ্জস্যপূর্ণ। ❖

সংক্ষেপে

গীবত = কারও অনুপস্থিতিতে তার অপছন্দের কথা বলা। ❖

সত্য কথা হলেও, যদি তা তার সম্মানহানিকর হয়, সেটি গীবত হতে পারে। ❖

মিথ্যা হলে তা গীবতের চেয়েও কঠিন, অর্থাৎ অপবাদ। ❖

## ৫। সাহাবীদের নিকট গীবত

সাহাবীদের নিকট গীবতের সংজ্ঞা জানতে চাইলে, নবী ﷺ তাদের সামনে এটি স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন: গীবত হলো আপনার ভাইয়ের এমন কথা বলা, যা সে অপছন্দ করে। সাহাবারা জিজ্ঞেস করেছিলেন, সেটা যদি সত্যও হয়? তখন তিনি বলেছিলেন, যদি তা সত্য হয় তবে সেটাই গীবত, আর যদি মিথ্যা হয় তবে সেটা অপবাদ। ❖

আরবি ইবারত

أَتَذَرُونَ مَا الْغَيْبَةُ؟  
قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ  
قَالَ: بِذِكْرِكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ  
قِيلَ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ؟  
❖ قَالَ: إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ اغْتَابْتَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهْتَهُ

সাহাবীদের প্রশ্নের মর্ম

সাহাবারা গীবতের বাস্তব সংজ্ঞা জানতে চেয়েছিলেন। ❖

নবী ﷺ তা এমনভাবে বুঝিয়েছেন যাতে সত্য হলেও কারও অনুপস্থিতিতে দোষ বলা নিষিদ্ধ—এ কথা পরিষ্কার হয়। ❖

তাই সাহাবীদের নিকট গীবত ছিল শুধুই “মন্দ কথা” নয়, বরং অন্যের অনুপস্থিতিতে তার অপছন্দনীয় দোষ আলোচনা। ❖

সহজ ভাষায়

সাহাবীদের সামনে গীবতকে এমনভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছিল যে, মুসলিমের সম্মান রক্ষা করা খুব জরুরি, এবং প্রয়োজন ছাড়া কারও দোষের আলোচনা করা থেকে বাঁচতে হবে। ❖

## ৬। তাবেয়ীদের নিকট গীবত

তাবেয়ীদের কাছে গীবতও কঠোরভাবে নিন্দনীয় গুনাহ হিসেবে পরিচিত ছিল। তাদের বর্ণনা ও ব্যাখ্যায় গীবতের অর্থ ছিল—কারও অনুপস্থিতিতে তার এমন দোষ-ত্রুটি বলা, যা শুনলে সে কষ্ট পাবে; আর এটি সমাজে ছড়িয়ে পড়া এক জঘন্য ব্যাধি হিসেবে ধরা হতো। ❖

তাবেয়ীদের বোধ

তাবেয়ী আলিমদের ব্যাখ্যায় গীবতকে শুধু “মানুষের কথা বলা” বলা হয়নি; বরং অন্যের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করা-কে মূল বিষয় হিসেবে দেখা হয়েছে। তাই তারা গীবতকে এমন পাপ বলতেন, যা মজলিস, আলোচনা, এমনকি সাধারণ কথোপকথনেও ঢুকে পড়তে পারে।



তাবেয়ীদের ভাষ্য অনুযায়ী

গীবত হলো কারও অনুপস্থিতিতে তার দোষ আলোচনা করা। ❖

যে দোষের কথা সে শুনলে কষ্ট পাবে, সেটাই গীবত। ❖

গীবত সমাজে ব্যাপক হওয়ায় তাবেয়ীরা এটিকে জবান-সম্পর্কিত বড় গুনাহ হিসেবে গণ্য করতেন। ❖

সহজ ভাষায়

তাবেয়ীদের দৃষ্টিতে গীবত ছিল এমন এক পাপ, যা মানুষ হালকা মনে করলেও ইসলামে খুব গুরুতর। তাদের আলোচনায় বারবার এসেছে যে মুসলিমের সম্মান রক্ষা করা জরুরি, আর অন্যের দোষ প্রকাশ করা থেকে বেঁচে থাকা উচিত। ❖

## ৭। সালাফে সালাহীনদের নিকট গীবত

সালাফে সালাহীনদের নিকট গীবত ছিল অত্যন্ত ভয়ংকর গুনাহ। তারা গীবতকে শুধু “কাউকে নিয়ে কথা” হিসেবে দেখেননি, বরং মুসলিম ভাইয়ের ইজ্জত নষ্ট করা এবং নেক আমল ধ্বংসকারী পাপ হিসেবে দেখেছেন। ❖

তাদের দৃষ্টিভঙ্গি

তাদের আলোচনায় গীবত এমন এক অপরাধ, যা মানুষ হালকা মনে করলেও আখিরাতে খুব কঠিন পরিণতি ডেকে আনে। তাই সালাফগণ গীবত শুনলেও তা অপছন্দ করতেন এবং প্রয়োজন ছাড়া এ ধরনের মজলিস থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করতেন।



তারা কীভাবে সংজ্ঞা দিতেন

সালাফি আলিমদের বর্ণনায় গীবত হলো কারও অনুপস্থিতিতে তার এমন দোষ আলোচনা করা, যা শুনলে সে কষ্ট পাবে, যদিও কথাটি সত্য হয়। সত্য না হলে তা গীবতের চেয়েও বড়—অপবাদ বা তোহমত। ❖

মূল শিক্ষা

গীবত মুসলিমের সম্মানহানি করে। ❖

এটি নেক আমল নষ্ট করতে পারে। ❖

মজলিসে গীবত হলে তা থামানো বা সেখান থেকে সরে আসা উত্তম। ❖

সংক্ষেপে

সালাফে সালাহীনদের কাছে গীবত ছিল এমন এক জঘন্য পাপ, যা ঈমানদারের জবানকে নিয়ন্ত্রণে রাখার মাধ্যমে বাঁচতে হয়। তারা একে গুনাহ হিসেবে এত গুরুত্ব দিতেন যে, অপ্রয়োজনীয় সমালোচনাও এড়িয়ে চলতেন। ❖

৮। বর্তমান সমাজে গীবত

বর্তমান সমাজে গীবত খুবই ব্যাপক এক সামাজিক ব্যাধি। পরিবার, বন্ধু-মহল, অফিস, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, এমনকি অনলাইন ও সোশ্যাল মিডিয়াতেও এটি ছড়িয়ে আছে। ❖

সমাজে গীবতের রূপ

আজকের সমাজে গীবত শুধু মুখে মুখে হয় না, পোস্ট, কमेंট, স্ট্যাটাস, শেয়ার, অডিও-ভিডিও ক্লিপ, আর ইঙ্গিতপূর্ণ কথা দিয়েও হয়। কারও ছবি বা ভিডিও নিয়ে বিদ্বেষমূলক মন্তব্য করা, দোষ খুঁজে ছড়ানো, বা ব্যক্তিগত দুর্বলতা প্রকাশ করাও এর অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। ❖

কেন এটি বাড়ছে

গীবতের বড় কারণগুলোর মধ্যে আছে হিংসা, আত্মঅহমিকা, প্রতিযোগিতার চাপ, অবসর কথাবার্তা, এবং অন্যের ত্রুটি নিয়ে মনোযোগ দেওয়ার অভ্যাস। প্রযুক্তির যুগে তথ্য দ্রুত ছড়িয়ে পড়ায় একবার কারও দোষ ছড়ালে তা মুহূর্তেই অনেক মানুষের কাছে পৌঁছে যায়। ❖

ব্যক্তি ও পরিবারে ক্ষতি

গীবত ব্যক্তি-জীবনে মানসিক অশান্তি, অপমান, আত্মসম্মানহানি, এবং সম্পর্কের অবনতি ঘটায়। পরিবারে গীবতের চর্চা হলে সদস্যদের মধ্যে সন্দেহ, অবিশ্বাস, এবং তিক্ততা তৈরি হয়, যা ঘরকে শান্তির বদলে অশান্তিতে ভরিয়ে তোলে। ❖

সমাজে ক্ষতি

সমাজে গীবত ছড়ালে পারস্পরিক ভালোবাসা কমে যায়, ভ্রাতৃত্ব নষ্ট হয়, এবং মানুষের সম্মানহানি হতে থাকে। এতে সহযোগিতা, আস্থা, ও সামাজিক সংহতি দুর্বল হয়ে পড়ে, আর কলহ-বিবাদ বাড়ে। ❖

অনলাইনে গীবত

সোশ্যাল মিডিয়ায় গীবত আজ খুব দ্রুত ছড়ায়, কারণ একটি মন্তব্য বা পোস্ট সহজেই ভাইরাল হতে পারে। ফলে কারও সুনাম নষ্ট হওয়া, ভুল ধারণা ছড়ানো, এবং জনসমক্ষে অপমানিত হওয়ার ঝুঁকি অনেক বেড়ে গেছে। ❖

সংক্ষেপে করণীয়

কথা বলার আগে ভাবুন, এটি কি সত্যিই দরকার?

কারও দোষ নিয়ে আলোচনা এড়িয়ে চলুন।

গীবতমুখী মজলিস ও অনলাইন আলোচনায় অংশ না নেওয়াই ভালো।

নিজের জিহ্বা ও লেখাকে নিয়ন্ত্রণে রাখুন। ❖

বর্তমান সমাজে গীবতকে ছোট মনে করা হলেও এর ক্ষতি গভীর এবং দীর্ঘস্থায়ী। তাই ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, এবং ডিজিটাল—সব জায়গাতেই এ থেকে বাঁচা জরুরি। ❖

## ৯। সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে গীবত

সোশ্যাল মিডিয়ায় “গীবত” মানে হলো কারো অনুপস্থিতিতে তার দোষ, ত্রুটি বা মানহানিকর বিষয় নিয়ে অনলাইনে চর্চা করা, যা দেখে বা পড়ে সে কষ্ট পাবে এবং তার ইমেইজ বা সম্মান নষ্ট হয়। ❖ ইসলাম এ ধরনের কাজকে খুবই কঠোর গুনাহ (মহাপাপ) হিসেবে বিবেচনা করে; একে মৃত ভাইয়ের মাংস খাওয়ার মতো ঘৃণ্য কাজ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ❖

গীবত কী ও কেন হারাম?

গীবত বা পরনিন্দা হলো:

কারো অনুপস্থিতিতে তার যে কোনো দোষ-ত্রুটি নিয়ে আলোচনা করা,

তা যদি সত্য হয় তবুও অন্যের সামনে প্রকাশ করা, যা সে শুনলে কষ্ট পায়। ❖

হাদিসে এসেছে:

“গীবত হলো তোমার ভাইয়ের কথা এমন কিছু বলা, যা শুনলে সে অপছন্দ করে।”

[মুসলিম, হাদিস ২৫৮৯] ❖

এই কাজটি হারাম কারণ:

মানুষের ইমান, মর্যাদা ও সম্মান রক্ষা করা ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ নীতি,

গীবত শুধু একজনের ক্ষতি করে না, সমাজে বিদ্বেষ, ফিতনা ও বিশৃঙ্খলা বাড়ায়। ❖

সোশ্যাল মিডিয়ায় গীবতের উদাহরণ

সোশ্যাল মিডিয়ায় গীবত সাধারণত এভাবে হয়:

কারো ফেসবুক/ইনস্টাগ্রাম প্রোফাইল দেখে তার চেহারা, জীবনযাপন, ইবাদত ইত্যাদি নিয়ে ঝামেলা বা ঠাট্টা করে পোস্ট বা কমেন্ট দেওয়া। ❖

কারো ব্যক্তিগত ছবি, ভিডিও বা স্ট্যাটাস শেয়ার করে মন্তব্য করে মর্যাদা হ্রাস করা।

❖

কারো চরিত্র, স্বভাব বা পারিবারিক বিষয়ে গোপন কথা প্রকাশ করে অন্যদের সাথে গাপ-শপ করা। ❖

মনে রাখুন:

যদি কথাটা সত্য হয় তবুও এটা গীবত, আর মিথ্যা হলে সেটা অপবাদ (বুহতান) হয়ে যায়। ❖

কোন ক্ষেত্রে গীবত জায়েয বা জরুরি?

ইসলামি নীতি মতে গীবত সাধারণত নিষিদ্ধ, কিন্তু কিছু সীমিত ক্ষেত্রে এর বিনিময়ে অপর কাজটি গুরুতর হারাম হলে তা জায়েয হতে পারে, যেমন:

অপরাধ, জুয়া, জুয়ের ব্যবস্যা, ফাঁকি বা অন্যায়ের বিরুদ্ধে সতর্ক করা বা প্রমাণ দেওয়া।

কারো ধোকা খেতে পারে এমন ব্যক্তি বা ব্যবসাকে নিয়ে সতর্ক করা (নাম না দিলে যদি কাজ না হয়, তখন যথাসম্ভব ভালো নীতি মেনে নাম উল্লেখ করা)। ❖

এ ধরনের ক্ষেত্রেও শর্ত হলো:

যথাসম্ভব কম কথা বলা,

উদ্দেশ্য শুধু অপরাধ বা ক্ষতি প্রতিরোধ করা, নিজের রাগ বা ঈর্ষা মেটানো নয়। ❖

সোশ্যাল মিডিয়াতে গীবত এড়ানোর উপায়

সোশ্যাল মিডিয়া আমাদের সম্পর্ক আর সেবার মাধ্যম হতে পারে, কিন্তু সুযোগই

গুনাহেরও হতে পারে। ❖ গীবত থেকে বাঁচতে নিম্নের বিষয়গুলো বিবেচনা করুন:

আগে চিন্তা, তারপর পোস্ট/কমেন্ট

“আমি এই কথাটা বললে সে দেখলে বা শুনলে কষ্ট পাবে কি?”—এই প্রশ্ন নিজেকে জিজ্ঞাসা করুন। ❖

ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে চর্চা না করা

কারো পরিবার, ব্যাপার, আওয়ারফ বা ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে গাপ-শপ বা মিম বানানো না করা। ❖

গুজব বা অপূর্ণ তথ্য শেয়ার না করা

যে কোনো গুজব বা সন্দেহ যাচাই না করে শেয়ার করা গীবত বা মিথ্যা প্রচারের মতো। ❖

তওবা ও আল্লাহর কাছে ক্ষমা চেয়ে নেওয়া

যদি আগে কোনো গীবত হয়ে থাকে, তাহলে সত্যিকারের তওবা করুন এবং প্রয়োজনে যথাযথভাবে সে ব্যক্তির সাথে শুনিয়ে ক্ষমা চেয়ে নিন বা ডিজিটালভাবে তার সম্মান রক্ষা করে ঘোষণা দেওয়া। ❖

সংক্ষেপে: সোশ্যাল মিডিয়ায় গীবত হলো ইসলামি দৃষ্টিতে মারাত্মক গুনাহ; তাই অনলাইনেও “অন্যের দোষ নিয়ে গাপ-শপ” না করে কেবল ইসলাহ-তাওবা, জ্ঞান ও সেবার কাজে প্রযুক্ত করা উচিত। ❖

## ১০। গীবতের আওতাভুক্ত সাধারণ বিষয়গুলো

নিচের ক্ষেত্রগুলোতে দোষ/ত্রুটি বা মানহানিকর সত্য উল্লেখ করলে তা গীবত হিসেবে গণ্য হয়:

শরীর, চেহারা, গোত্র ও বংশ

কারো রং-জাত, চেহারা, ওজন, অঙ্গহানি, শারীরিক অসুবিধা নিয়ে ঠাট্টা বা পরনিন্দা। ❖

বংশ, পরিবার, গোত্র বা জাত নিয়ে খারাপ কথা বলা বা তাকে হেয় প্রতিপন্ন করা। ❖

চরিত্র, আত্মা ও মানসিক বিষয়

কারো চরিত্র, বিশ্বস্ততা, সততা, দয়া-মায়া ইত্যাদি নিয়ে সন্দেহ বা নিকৃষ্ট মন্তব্য। ❖

মানসিক অসুস্থতা, অস্থিরতা, ঈর্ষা, অহংকার, কাপুরুষতা ইত্যাদি নিয়ে গোপনে আলোচনা। ❖

আইবাদত, ধর্মীয় আচরণ ও সাধনা

নামাজ, রোজা, তাজবিদ, হজ, সদকা, পড়াশোনা ইত্যাদি নিয়ে কম বা বেশি বলে বিদ্রূপ করা। ❖

কারো ইবাদতের ফাঁকফোক ধরে তার সমালোচনা করা, যা শুনলে সে লজ্জিত বা হতাশ হয়। ❖

আচরণ, চলাফেরা, কথা ও কর্ম

কারো কথার ধরন, হাসি, চলার ভঙ্গি, ওঠা-বসা, কাজ করার ধরন ইত্যাদি নিয়ে গাপ-শপ। ❖

কারো রাগ, ধীরগাম্ভীর্য, অসদালাপ, বাড়াবাড়ি ইত্যাদি নিয়ে অন্যের সামনে নিন্দা করা। ❖

অর্থনৈতিক, সম্পদ ও পারিবারিক অবস্থা

গরিবতা, ধনী হওয়া, ঋণ, দায়দেন, বিয়ে মেহের বা বাজার-দাম ইত্যাদি নিয়ে গীবত। ❖

বিয়ে, তালাক, বিবাহ-বিচ্ছেদ, সন্তান-সন্ততি, স্ত্রী-স্বামী, পিতা-মাতা, ভাই-বোন ইত্যাদি নিয়ে অভদ্র আলোচনা। ❖

পেশা, চাকরি, পড়াশোনা ও যোগ্যতা

কারো কাজের ধরন, দক্ষতা, ডিগ্রি, পদ-মর্যাদা, পেশা, ক্যারিয়ার নিয়ে হেয়কর মন্তব্য। ❖

পরীক্ষা-পাস, চাকরি পাওয়া বা না পাওয়া, পদোন্নতি বা বর্খাপন নিয়ে ঈর্ষা বা নিন্দা করা। ❖

ব্যক্তিগত গোপন বিষয় ও দুর্বলতা

রোগ, সমস্যা, অপরাধ, পাপ বা অসুস্থতা ইত্যাদি নিয়ে গুজব ছড়ানো তথা প্রকাশ করা। ❖

কারো প্রেম, বিবাহ-বিচ্ছেদ, বিবাদ, বিশ্বাসঘাতকতা ইত্যাদি নিয়ে আলাপ করা, যা সে শুনলে সম্মানহানি মনে করে। ❖

কীভাবে গীবত হয় (ভাষা, ইশারা, ডিজিটাল মাধ্যম)

গীবত শুধু মুখে বলা নয়, ভাষা, ইশারা বা ডিজিটালভাবেও হয়:

শব্দের মাধ্যমে কথা: কারো সম্পর্কে নিন্দামূলক আলোচনা করা, বিদ্রূপ করা। ❖

ইশারা, ইঙ্গিত, চোখ-ভ্রু-মাথা-হাতের মাধ্যমে তার দোষ বুঝিয়ে দেওয়া। ❖

সোশ্যাল মিডিয়ায় কমেন্ট, পোস্ট, মিম, ক্যাপশন, স্ট্যাটাস, গ্রুপ চ্যাটে কারো দোষ বা ত্রুটি উল্লেখ করে মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করা। ❖

যদি এই সব ক্ষেত্রে কথা বা তথ্য সত্য হয়, তবুও তা গীবত হবে; আর মিথ্যা হলে তা গীবতের সাথে সাথে “অপবাদ (বুহতান)” পর্যন্ত চলে যায়। ❖

যেসব ক্ষেত্রে গীবত হয়ে যায় না/কার্যকর নয়

গীবত হয় না যখন:

কেবল সাধারণ সত্য বিবরণ দেওয়া হয়, যা কোনো মানহানি বা দোষ না হয় (যেমন: “তিনি ছাত্র”, “তিনি এক ব্যবসায়ী”)। ❖

কারো দোষ বা অপরাধ নিয়ে বলা হয় কেবল ক্ষতি প্রতিরোধ বা বিচার পাওয়ার জন্য এবং বিষয়টি শরীয়তের নির্দেশ মেনে করা হয় (অত্যাচার, জুয়া, ঘুষ, ধোকা ইত্যাদি)।

❖

ইসলামি নিয়ম মতে গীবত একটি আল্লাহর ও বান্দার উভয়ের হক লঙ্ঘন; তাই যে কোনো বিষয়ই হোক, কারো দোষ নিয়ে গোপন চর্চা না করে তার দোষ গোপন রাখা ও দোয়া করাই সঠিক পন্থা। ❖ গীবতের আওতাভুক্ত সাধারণ বিষয়গুলো

নিচের ক্ষেত্রগুলোতে দোষ/ত্রুটি বা মানহানিকর সত্য উল্লেখ করলে তা গীবত হিসেবে গণ্য হয়:

শরীর, চেহারা, গোত্র ও বংশ

কারো রং-জাত, চেহারা, ওজন, অঙ্গহানি, শারীরিক অসুবিধা নিয়ে ঠাট্টা বা পরনিন্দা।

❖

বংশ, পরিবার, গোত্র বা জাত নিয়ে খারাপ কথা বলা বা তাকে হেয় প্রতিপন্ন করা। ❖

চরিত্র, আত্মা ও মানসিক বিষয়

কারো চরিত্র, বিশ্বস্ততা, সততা, দয়া-মায়া ইত্যাদি নিয়ে সন্দেহ বা নিকৃষ্ট মন্তব্য। ❖

মানসিক অসুস্থতা, অস্থিরতা, ঈর্ষা, অহংকার, কাপুরুষতা ইত্যাদি নিয়ে গোপনে আলোচনা। ❖

আইবাদত, ধর্মীয় আচরণ ও সাধনা

নামাজ, রোজা, তাজবিদ, হজ, সদকা, পড়াশোনা ইত্যাদি নিয়ে কম বা বেশি বলে বিদ্রূপ করা। ❖

কারো ইবাদতের ফাঁকফোক ধরে তার সমালোচনা করা, যা শুনলে সে লজ্জিত বা হতাশ হয়। ❖

আচরণ, চলাফেরা, কথা ও কর্ম

কারো কথার ধরন, হাসি, চলার ভঙ্গি, ওঠা-বসা, কাজ করার ধরন ইত্যাদি নিয়ে গাপ-শপ। ❖

কারো রাগ, ধীরগাম্ভীর্য, অসদালাপ, বাড়াবাড়ি ইত্যাদি নিয়ে অন্যের সামনে নিন্দা করা।



অর্থনৈতিক, সম্পদ ও পারিবারিক অবস্থা

গরিবতা, ধনী হওয়া, ঋণ, দায়দেন, বিয়ে মেহের বা বাজার-দাম ইত্যাদি নিয়ে গীবত।



বিয়ে, তালাক, বিবাহ-বিচ্ছেদ, সন্তান-সন্ততি, স্ত্রী-স্বামী, পিতা-মাতা, ভাই-বোন ইত্যাদি নিয়ে অভদ্র আলোচনা। ❖

পেশা, চাকরি, পড়াশোনা ও যোগ্যতা

কারো কাজের ধরন, দক্ষতা, ডিগ্রি, পদ-মর্যাদা, পেশা, ক্যারিয়ার নিয়ে হেয়কর মন্তব্য।



পরীক্ষা-পাস, চাকরি পাওয়া বা না পাওয়া, পদোন্নতি বা বর্খাপন নিয়ে ঈর্ষা বা নিন্দা করা। ❖

ব্যক্তিগত গোপন বিষয় ও দুর্বলতা

রোগ, সমস্যা, অপরাধ, পাপ বা অসুস্থতা ইত্যাদি নিয়ে গুজব ছড়ানো তথা প্রকাশ করা। ❖

কারো প্রেম, বিবাহ-বিচ্ছেদ, বিবাদ, বিশ্বাসঘাতকতা ইত্যাদি নিয়ে আলাপ করা, যা সে শুনলে সম্মানহানি মনে করে। ❖

কীভাবে গীবত হয় (ভাষা, ইশারা, ডিজিটাল মাধ্যম)

গীবত শুধু মুখে বলা নয়, ভাষা, ইশারা বা ডিজিটালভাবেও হয়:

শব্দের মাধ্যমে কথা: কারো সম্পর্কে নিন্দামূলক আলোচনা করা, বিদ্রূপ করা। ❖

ইশারা, ইঙ্গিত, চোখ-ক্র-মাথা-হাতের মাধ্যমে তার দোষ বুঝিয়ে দেওয়া। ❖

সোশ্যাল মিডিয়ায় কमेंট, পোস্ট, মিম, ক্যাপশন, স্ট্যাটাস, গ্রুপ চ্যাটে কারো দোষ বা ত্রুটি উল্লেখ করে মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করা। ❖

যদি এই সব ক্ষেত্রে কথা বা তথ্য সত্য হয়, তবুও তা গীবত হবে; আর মিথ্যা হলে তা গীবতের সাথে সাথে “অপবাদ (বুহতান)” পর্যন্ত চলে যায়। ❖

যেসব ক্ষেত্রে গীবত হয়ে যায় না/কার্যকর নয়

গীবত হয় না যখন:

কেবল সাধারণ সত্য বিবরণ দেওয়া হয়, যা কোনো মানহানি বা দোষ না হয় (যেমন: “তিনি ছাত্র”, “তিনি এক ব্যবসায়ী”)। ❖

কারো দোষ বা অপরাধ নিয়ে বলা হয় কেবল ক্ষতি প্রতিরোধ বা বিচার পাওয়ার জন্য এবং বিষয়টি শরীয়তের নির্দেশ মেনে করা হয় (অত্যাচার, জুয়া, ঘুষ, ধোকা ইত্যাদি)।



ইসলামি নিয়ম মতে গীবত একটি আল্লাহর ও বান্দার উভয়ের হক লঙ্ঘন; তাই যে কোনো বিষয়ই হোক, কারো দোষ নিয়ে গোপন চর্চা না করে তার দোষ গোপন রাখা ও দোয়া করাই সঠিক পন্থা। ❖

## ১১। কোন কোন অবস্থায় গীবত জায়েজ

ইসলামি নিয়ম অনুযায়ী গীবত মূলত সব অবস্থায় হারাম, কিন্তু কয়েকটি সীমিত ও জরুরি পরিস্থিতিতে গীবত করা জায়েজ (অনুমোদিত) হয়, যখন এতে কোনো মানুষের ক্ষতি রোধ করা হয় বা শরীয়তের কোনো বড় হারাম বা জুলুম থেকে মানুষকে বাঁচানো হয়। ❖ এই “জায়েয হওয়া” মানে স্বাধীন মজা করে গীবত করা নয়, বরং একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ও সীমার মধ্যে দোষ উল্লেখ করা। ❖

### ১. জুলুম থেকে নিজে বা অন্যকে বাঁচতে গীবত

যখন কোনো জালিম বা অত্যাচারী থেকে নিজে বা অন্যকে বাঁচানোর জন্য তার দোষ/জুলুম বিবরণ দেওয়া জরুরি হয়, তখন তা জায়েজ হয়। ❖

যেমন: কারো উপর ধোকা, চুরি, মারামারি, অপবাদ, ঘুষ ইত্যাদি জুলুম হয়েছে; আদালত, বস্তির নেতা, মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ, বা যে ব্যক্তি তা রোধ করতে পারে তার কাছে সত্য ঘটনা বর্ণনা করা জায়েজ। ❖

শর্ত: যতটুকু দরকার ততটুকু কথা বলা, বিষয়টি মিথ্যা বা সাজিয়ে বলা বা বাড়িয়ে বলা যাবে না। ❖

### ২. খারাপ কাজ বন্ধ করার জন্য সাহায্য চাওয়া

যদি কারো খারাপ কাজ বা গুনাহ থেকে তাকে বা অন্যকে বাঁচাতে তার কথা কারো কাছে বলা প্রয়োজন হয়, তখন তা জায়েজ হয়। ❖

যেমন: কেউ নিয়মিত মদ পান করে, ধোকা ব্যবসা করে, বিয়ে বিচ্ছেদ ইত্যাদি করে যাতে কারো স্ত্রী, ছেলে-মেয়ে বা ভালো মানুষ নষ্ট হয়; তখন পরিবার, ইমাম বা অভিজ্ঞ ব্যক্তির কাছে সত্য কথা বলে তাকে থামানো জায়েজ। ❖

উদ্দেশ্য: কেবল গুনাহ বা ক্ষতি বন্ধ করা, মানুষের মর্যাদা হেয় করা বা ঈর্ষা মেটানো নয়। ❖

৩. শরীয়তি বিধান জানতে গীবত করা

যখন নিজের ও অন্যের গুনাহ বা জুলুম সম্পর্কে ইসলামী হুকুম (হালাল-হারাম, ক্ষমতা বা ক্ষমা) জানতে গীবত করতে হয়, তখন তা জায়েজ হয়। ❖

যেমন: “কোনো ব্যক্তি আমার মাল ছিনিয়ে নিয়েছে/আমাকে মারধর করেছে, আমি কি উত্তরপ্রতিক্রিয়ায় তাকে মারতে পারি?”—এ ধরনের প্রশ্নে ঘটনার হৃদয় বর্ণনা করে মুফতি/আলেমের কাছে হুকুম জানা জায়েজ। ❖

শর্ত: বিষয়টি শুধুমাত্র জ্ঞান লাভের জন্য বলা, বিনোদন বা গাপ-শপ হিসেবে নয়। ❖

৪. কোনো ব্যক্তি বা বস্তু নির্বাচনে সতর্ক করা

যদি কোনো ব্যক্তি, ব্যবসা বা নেতা বাছাই করতে গিয়ে তার খারাপ সত্য গুণ না জানিয়ে ধোকায় পড়া নিশ্চিত হয়, তখন তার দোষ সত্য সমেত বলা জায়েজ। ❖

যেমন: কারো সাথে বিয়ে দেখানো, কারো দোকানে বড় অঙ্কের টাকা দেয়া, বা কোনো প্রতিষ্ঠানে চাকরির প্রস্তাবে সে যদি বিশ্বাসঘাতক বা চোর হয় সে সম্পর্কে সত্য বিবরণ দেওয়া জায়েজ। ❖

শর্ত: কেবল সত্য তথ্য, অপ্রয়োজনীয় কালোহালকা বা হিংসা নয়; উদ্দেশ্য ক্ষতি বা ধোকা রোধ। ❖

৫. প্রকাশ্য ও জাহির পাপী সম্পর্কে কথা

যে ব্যক্তি নিজের হাতে বা কাজে প্রকাশ্যে বড় গুনাহ করে (যেমন প্রকাশ্যে মদ পান, প্রকাশ্যে নাচ-গান, বিদআতী কাজ ইত্যাদি) সে সম্পর্কে তার কাজ বর্ণনা করা অন্যের কাছে গীবত হিসেবে ধরা হয় না, যদি উদ্দেশ্য তাকে সতর্ক করা বা অন্যকে ফাঁদ থেকে বাঁচানো। ❖

যেমন: কোনো চাকরির ইন্টারভিউতে জানানো যে দায়িত্ব দেয়া হলে সে প্রকাশ্যে মদ পান করে, ফলে অফিসের পরিবেশ নষ্ট হতে পারে। ❖

এখানে শুধু বলার ধরন অবমাননাকর না হওয়া চাই (ইসলাহ ও ইনসাফ রক্ষা করে বলা)। ❖

৬. স্বাভাবিক বিবরণ বা পরিচয় দেওয়া

যদি কাউকে আলাদা করার জন্য কেবল তার বাহ্যিক বা সাধারণ বিবরণ বলা হয় যা কোনো মানহানি করে না, তবে তা গীবত হয় না। ❖

যেমন: “আমার দুটি ভাই আছে; একজন ছোট, একজন বড়—বড় ভাইটাই কাজ করে, ছোট ভাইটা এখনও পড়াশোনা করে”; এতে কেবল পরিচয় দেওয়া হয়েছে, মানহানি নয়। ❖

গীবত করার শর্ত ও সতর্কতা

এই জায়েজ ক্ষেত্রগুলোতেও কয়েকটি নিয়ম মানতে হয়:

উদ্দেশ্য শুধু অপরাধ রোধ বা ক্ষতি বন্ধ করা, মানুষের সম্মান নিচ্ছেদ নয়। ❖

সত্য কথা বলা, মিথ্যা বা বাড়িয়ে কথা বলা নিষেধ (মিথ্যা হলে অপবাদ হয়ে গুনাহ আরও বাড়বে)। ❖

যতটুকু দরকার ততটুকু বলা, বিস্তারিত গাপ-শপ না করা। ❖

সংক্ষেপে: গীবত প্রায় সব অবস্থায় হারাম, কিন্তু জুলুম থেকে বাঁচানো, সত্য শরীয়তি হুকুম নেওয়া, বা ক্ষতি প্রতিরোধে যখন দোষ বর্ণনা অপরিহার্য হয়, তখন তা জায়েজ হয়—তবে সবসময় সতর্কতা, সততা ও সীমা রেখে। ❖

## ১২। কুরআনে গীবতের শাস্তি

কুরআনুল কারীমে গীবত (পরিনিদা) কে একটি খুব জঘন্য ও ভয়াবহ গুনাহ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে, যার পরিণাম শুধু আখিরাতের কঠিন শাস্তি পর্যন্ত বিস্তৃত। ❖

এটিকে মৃত ভাইয়ের মাংস খাওয়ার মতো ঘৃণিত কাজের সাথে তুলনা করে বান্দাকে আল্লাহ ভয় ও তাকওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ❖

১. সূরা হুজুরাত ১২: মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়ার তুলনা

গীবতের সবচেয়ে বিখ্যাত আয়াত হলো সূরা হুজুরাত আয়াত ১২:

وَلَا يَغْتَنَّبُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتٍ

“তোমাদের একে অন্যের গীবত করবে না। তোমাদের কেউ কি চায় যে, সে তার মৃত ভাইয়ের মাংস খাবে? তোমরা তা তো ঘৃণা কর (তুমি এটা অপছন্দ কর)।” ❖

এই আয়াতে

গীবতকে “মৃত ভাইয়ের মাংস খাওয়া” হিসেবে ফাঁক করে দেখানো হয়েছে,

যার মাধ্যমে বোঝানো হয় গীবত করা মানুষের ইমান, মর্যাদা ও সম্মান চুষে খাওয়ার মতো জঘন্য কাজ;

আয়াতের শেষ অংশে আল্লাহ বলেন, “তোমরা আল্লাহকে ভয় কর (اتَّقُوا اللَّهَ)” অর্থাৎ এ ধরনের ঘৃণিত কাজ থেকে বাঁচতে তাকওয়া অবলম্বন কর। ❖

## ২. গীবতের আখলাকি ও দৈহিক শাস্তির ইঙ্গিত

কুরআন বলে:

“তোমাদের কেউ কি চায় যে, সে তার মৃত ভাইয়ের গোশত খাবে?” ❖

এই তুলনা দিয়ে:

গীবত করার মানসিক-আধ্যাত্মিক অপবিত্রতাকে স্পষ্ট করা হয়েছে;

মাংস খাওয়া যেমন শরীরের জন্য ঘৃণিত, তেমনি গীবত ইমান ও হৃদয়কে বিষাক্ত করে তোলে। ❖

এখানে প্রকাশ্য শারীরিক শাস্তি বর্ণিত না হলেও এই তুলনা থেকে বোঝা যায় যে, গীবত করে যে ব্যক্তি “ভাই”-এর মর্যাদা নষ্ট করে, আল্লাহ তাকে এমন কাজের সাথে তুলনা করেছেন যা স্বভাবত লজ্জাজনক ও অসহ্য। ❖

## ৩. গীবতকারী ও চোগলখোরের জন্য সূরা হুমাজাহ্-হুতামার শাস্তি

একই সূরা হুজুরাত ও অন্যান্য আয়াতের পাশাপাশি, সূরা হুমাজাহ্ (১০৪) বা অন্য আয়াতে যেসব লোকের শাস্তির বর্ণনা আছে, তাদেরকে মেনশন করে গীবত/নিন্দাকারীর ভাগ্যের ইঙ্গিত পাওয়া যায়:

“দুর্ভোগ এদের প্রত্যেকের যে সামনে ও পেছনে লোকের নিন্দা করে, যে অর্থ জমায় ও বারবার তা গোনে... কখনো না, তাকে তো ফেলা হবে হুতামায়।” ❖

এখানে

“যে সামনে-পেছনে লোকের নিন্দা করে” বাক্যে গীবত ও চোগলখোরী অন্তর্ভুক্ত;

“হুতাম” হলো এমন একটি কঠোর জাহান্নামী স্থান, যেখানে কারো মাল বা ঘৃণ্য কাজের কারণে তাকে নিক্ষেপ করা হবে—এটা গীবতকারীর জন্য গোপন ও উন্মুক্ত নিন্দাকারীদের ভয়ঙ্কর পরিণতির দিক নির্দেশ করে। ❖

এ আয়াত থেকে বোঝা যায়, গীবত করা মানুষের সম্মান নষ্ট করার পাশাপাশি আখিরাতে কঠিন আজাবের কারণ হবে; এটা কেবল মানুষের উপর জুলুম নয়, বরং আল্লাহর হুকুম লঙ্ঘন করে। ❖

## ৪. কুরআনী শাস্তির ভাষা: “তাকওয়া অবলম্বন কর”

সূরা হুজুরাত ১২ শেষ অংশে আল্লাহ বলেন:

“তোমরা আল্লাহ তাআলাকে ভয় (তাকওয়া অবলম্বন) কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ অতি তাওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু।” ❖

এখানে

প্রথমে গীবত থেকে বেঁচে থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে,

তারপর আল্লাহর ক্ষমাশীলতার কথা বলে বান্দাকে তওবা করতে আহ্বান করা হয়েছে।

❖

অর্থাৎ কুরআনী শাস্তি দুটি দিক থেকে দেখায়:

যে গীবত করে থাকে, তার জন্য ঈর্ষার, মানুষ ঘৃণার, এমনকি জাহান্নামের আগুনের মতো কঠিন আখিরাती শাস্তি অপেক্ষা করছে;

আবার সত্যিকারের তওবা ও ক্ষমা চাইলে আল্লাহ রহম করেন; তখনও অন্যের হক পরিশোধ করা থেকে মুক্তি পাওয়া যায় না (যেমন গীবত করা ব্যক্তির কাছে ক্ষমা চেয়ে নেওয়া)। ❖

৫. সারসংক্ষেপ: কুরআনে গীবতের শাস্তি কী ধরনের?

গীবতকে কুরআন এমন কাজ হিসেবে বর্ণনা করে যা “মৃত ভাইয়ের মাংস খাওয়ার” সমতুল্য, অর্থাৎ অত্যন্ত ঘৃণিত ও মানবিক অপমানজনক। ❖

যে লোক সামনে ও পেছনে মানুষের নিন্দা করে সে জন্য আল্লাহ “হুতামায়” (কঠোর আগুনের) শাস্তির ইঙ্গিত দিয়েছেন। ❖

একই সাথে আল্লাহ বান্দাকে তাকওয়া অবলম্বন ও তওবা করার অনুমতি দিয়েছেন, কিন্তু গীবতের ক্ষেত্রে শুধু আল্লাহর কাছে তওবা নয়, মানুষের হক পরিশোধ করা প্রয়োজন হয়। ❖

সুতরাং কুরআনী দৃষ্টিতে গীবতের শাস্তি হলো আল্লাহর গজব, কঠিন আখিরাती আজাব এবং মানুষের মর্যাদাহানির পরিণাম হিসেবে সমাজ ও আখিরাতে অসহায় হয়ে পড়া— তাই গীবত থেকে দূরে থাকা ও তওবা করা ইসলামী দৃষ্টিতে অত্যন্ত জরুরি। ❖

## ১৩ হাদীসে গীবতের শাস্তি

হাদীসে গীবতকে খুব ভয়াবহ ও মারাত্মক গুনাহ হিসেবে চিহ্নিত করে দুনিয়া ও আখিরাতের জন্য কঠিন শাস্তির ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। গীবত করলে কেবল মানুষের হক লঙ্ঘন হয় না, বরং বান্দার নিজের নেক আমলও ধ্বংস হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।



১. গীবতকে “ভাইয়ের মাংস খাওয়া”র সাথে তুলনা

সহীহ হাদীসে রাসুলুল্লাহ (সা.) গীবতের পরিচয় দিয়ে বলেছেন:

"গীবত হলো তোমার ভাই সম্পর্কে তোমার এমন আলোচনা করা, যা সে শুনলে অপছন্দ করবে।"

(মুসলিম, হাদিস ৬৩৫৭; বুখারি ৫৬১৩) ◆

তার একটি বিখ্যাত দৃষ্টান্ত:

"গীবত করা এমন কাজের সমতুল্য যে, তোমার মৃত ভাইয়ের মাংস খেয়ে ফেলা; মানুষ মৃত ভাইয়ের মাংস খাওয়াকে কতটা ঘৃণা করে, ততটাই ঘৃণা করা হয় গীবতকে।" ◆

এই হাদিসগুলো দিয়ে বোঝা যায়:

গীবত করা “হালাল মাংস খাওয়া”র মতো নিষিদ্ধ কাজ নয়, বরং মানুষের সম্মান ও ইমান চুষে খাওয়ার ঘৃণিত কাজ।

যে ব্যক্তি এ কাজ করে, তার অন্তরও ক্রমশ কঠিন ও অপবিত্র হয়ে যায়। ◆

২. গীবত “কবির গুনাহ” ও সূদের মতো মারাত্মক

এক হাদীসে সূদ ও গীবতের মাঝে তুলনা করে বলা হয়েছে:

"সূদের ৭৩টি দরজা রয়েছে। এর সবচেয়ে কম পাপ হলো কারো নিজের মায়ের সাথে ব্যভিচারের সমতুল্য, আর সবচেয়ে বড় পাপ হলো কাউকে গীবত করে তার মান-সম্মান নষ্ট করা।" ◆

এখান থেকে বোঝা যায়:

গীবত কেবল একটি ছোট ভুল নয়, বরং কবির গুনাহ অর্থাৎ মহাপাপের মধ্যে পড়ে।



এ পাপ চুরি, ঘুষ, ডাকাতি, সূদ ইত্যাদির চেয়েও বেশি ঘৃণিত, কারণ এটি মানুষের অদৃশ্য “সম্মান ও ইমান” নষ্ট করে। ◆

৩. আখিরাতের শাস্তি: জাহান্নাম ও চিরস্থায়ী লাঞ্ছনা

অন্য হাদীসে গীবতকারী ও অপবাদদাতার ভয়ঙ্কর পরিণাম বর্ণনা করা হয়েছে:

"যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের মান-সম্মান রক্ষা করে, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার চেহারা থেকে জাহান্নামের আগুনকে প্রতিহত করবেন।" ❖

এই হাদিসের বিপরীত অর্থ:

যে অন্যের মান ও ইয়্যত নষ্ট করে গীবত করে, কিয়ামতের দিন তার জন্য আল্লাহ জাহান্নামের আগুনকে বন্ধ করবেন না; বরং তাকে কঠিন আজাবের জন্য নিক্ষেপ করা হতে পারে। ❖

গীবত করে যে ব্যক্তি মানুষের অপমান করে, তার আখিরাতের মর্যাদাও লগুভগু হয়ে যেতে পারে। ❖

৪. দুনিয়াতেও গীবতের শাস্তি: নেক আমল নষ্ট ও অশান্তি

হাদিস ও উলামাদের বর্ণনা থেকে বোঝা যায় গীবত করলে এ দুনিয়াতেও শাস্তি হয়: গীবত করলে আপন নেক আমল ক্রমশ ক্ষয় হতে থাকে; কারণ গীবত এমন একটি গুনাহ যা নিজের আমলকে ধূলিসাৎ করে দেয়। ❖

গীবতকারীর মধ্যে ক্রমশ ঈর্ষা, হিংসা, অশান্তি ও সমাজ-বিচ্ছিন্নতা দেখা দেয়, কারণ মানুষ গোপনে ও প্রকাশ্যে তাকে অবিশ্বস্ত ও ঘৃণার চোখে দেখে। ❖

৫. গীবত থেকে বাঁচার রহস্য: তাকওয়া ও তওবা

হাদিসে বলা হয়েছে:

"গীবত করা ও গীবত শোনা উভয়টি সমান গুনাহ।" ❖

এর মানে:

যে বলে ও যে খুশি হয়ে শুনে, উভয়ের জন্য শাস্তি আছে; শোনা থেকে ফিরে আসা একটি বড় সওয়াব। ❖

গীবতকারীর মূল প্রতিকার:

গীবত করা ব্যক্তির কাছে ক্ষমা চাওয়া,

আল্লাহর কাছে সত্যিকার তওবা ও ইসতিগফার করা,

ভবিষ্যতে জিহা সংযত করে গাপ-শপ ও চোগলখোরী থেকে সম্পূর্ণ দূরে থাকা। ❖

৬. সারমর্ম: গীবতের শাস্তি কী ধরনের?

হাদিসে গীবতকে মৃত ভাইয়ের মাংস খাওয়ার ঘৃণা হিসেবে তুলে ধরে মানবিক মর্যাদা নষ্টের অপরাধ বুঝানো হয়েছে। ❖

এটি কবির গুনাহ, সুদ ও বিভিন্ন বড় অপরাধের মধ্যে কঠোর, যে পাপ নিজের আমল ধ্বংস করে এবং আখিরাতে জাহান্নামের কঠিন আজাবের কারণ হয়। ❖

সুতরাং ইসলামী হাদিস অনুযায়ী গীবতের শাস্তি হলো ঈর্ষা, হিংসা, মানহানি, নেক আমল ক্ষয়, দুনিয়াতে অশান্তি ও আখিরাতে জাহান্নামের কঠিন আগুন—এই বিষয় মনে রেখে হাদিসের আলোতে গীবত থেকে সাবধান হওয়া ও তওবা করা সব মুসলিমের জন্য অত্যন্ত জরুরি। ❖

## ১৪। অন্যের গীবত কি গুনা পাপের অন্তর্ভুক্ত

হ্যাঁ, অন্যের গীবত শোনাও পাপের অন্তর্ভুক্ত। ইসলামের দৃষ্টিতে গীবত করা যেমন মারাত্মক গুনাহ, তেমনি গীবত আনন্দ করে বা খুশিতে শোনা, টিকে থাকার ব্যবস্থা করা, বা উৎসাহ দেয়াও গুনাহের কাজ। ❖

কেন গীবত শোনা পাপ?

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন: গীবত করা ও গীবত শোনা উভয়ই গুনাহ। ❖

গীবত শোনার মাধ্যমে আপনি গীবতকারীকে সাহায্য করছেন, কারণ গীবত শুনবার কেউ না থাকলে সে আর গীবত করতে চাইবে না। তাই শ্রবণকারীও সে পাপের অংশীদার হয়ে যায়। ❖

কীভাবে গীবত থেকে বাঁচবেন?

ইসলামি নির্দেশ অনুযায়ী:

যখন কেউ আপনার সামনে অন্যের গীবত শুরু করবে, তখন তাকে স্পষ্টভাবে থামতে বলুন এবং আল্লাহর হুকুম মনে করিয়ে দিন। ❖

আপনি যদি থামানোতে ব্যর্থ হন, তবে সেখান থেকে উঠে চলে আসুন; গীবত শোনার জায়গায় বসে থাকা যাবে না। ❖

সংক্ষেপে: গীবত করা পাপ হলেও গীবত শোনা ও তা উপভোগ করা পাপের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত, তাই সচেতনভাবে এ কাজ থেকে দূরে থাকা ও অন্যকে সতর্ক করা প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরজ। ❖

## ১৫। গীবত চলছে এমন মজলিস ত্যাগ

হ্যাঁ, শরীয়তে গীবত চলছে এমন মজলিস থেকে উঠে আসাই আদব ও জরুরি ফার্দ-আইন, বিশেষ করে যখন সেখানে লাগাতার অন্যের দোষ ও মানহানি হচ্ছে এবং আপনি তা বন্ধ করার ক্ষমতা রাখেন না। ❖ তবে সে মজলিস থেকে উঠে যাওয়ার সময় কিছু আদব ও নিয়ম মানা ভালো।

### ১. প্রথমে উদ্দেশ্য স্পষ্ট করা

যদি মজলিসের কাছে গিয়েই দেখেন গীবত চলছে, তবে প্রথম কাজ হলো তওবা করে সেখান থেকে দূরে হওয়া। ❖

পারলে গীবতকারীকে নরম কিন্তু স্পষ্টভাবে বলুন: এটা গীবত, আল্লাহ এ কাজকে মারাত্মক গুনাহ বলেছেন; তাই আমি মজলিস থেকে যাচ্ছি। ❖

### ২. উঠে যাওয়ার আদব

মজলিস থেকে উঠে যেতে চাইলে আস্তে-আস্তে, সভ্যতার সাথে উঠুন; ঝগড়া, হেনস্তা বা গালাগালি না করে বরং তওবা ও আল্লাহর কথা মনে করিয়ে দিন। ❖

নিজের কারণ বলে উঠে যাওয়া দুনিয়াভাবেও সুন্দর, যেমন:

“আমি এ ধরনের গীবতের মজলিসে থাকব না, আল্লাহ আমাদের সবাইকে হেফাজত করুন”—এমন ধরনের বাক্য বলে শান্তভাবে চলে যান। ❖

### ৩. কবে বাধ্যতামূলকভাবে উঠে আসা?

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন: যে মজলিস থেকে গীবত ও হারাম কথার কারণে দূরে হয়, তার জন্য সওয়াব আছে। ❖

আলেমদের মতে:

যদি গীবত চলছে আর আপনি থাকলে তা শুনতেই হয়/খুশি হয়ে থাকেন, তবে মজলিস থেকে উঠে আসা ওয়াজিব; অন্যথায় আপনিও গীবতের গুনাহের অংশীদার হয়ে যান।



### ৪. যদি ছেলে-বোন বা নিজের লোকেরা গীবত করে

পরিবারের মধ্যে গীবত হলেও একই নিয়ম:

প্রথমে নরমভাবে নিষেধ করুন;

যদি না শোনে, তবে মজলিস থেকে চলে আসুন বা অন্য ঘরে যান; এতে আপনি গীবত শোনার গুনাহ থেকে বাঁচেন। ❖

৫. উঠে আসার পর করণীয়

নিজে ও যাদের নিয়ে গীবত হয়েছে, সবার জন্য বিনম্রভাবে দোয়া করুন, যেন আল্লাহ তাদের হিফাজত করেন। ❖

ভবিষ্যতে এ ধরনের মজলিসে বসা থেকে বিরত থাকুন; জিভ, কান ও চোখকে হারাম কথা থেকে বাঁচানো ইসলামের বড় আদব। ❖

সংক্ষেপে: গীবতের মজলিস থেকে শান্তভাবে, কারণ বুঝিয়ে উঠে যাওয়া আদব ও শরীয়তি আদেশ, এতে আপনি পাপের অংশীদার হতে বাঁচেন এবং আল্লাহর নৈকট্য ও সওয়াব লাভ করেন। ❖

## ১৬। গীবত এর মজলিস থেকে ওঠে আসা সম্ভব না হলে করণীয়

গীবতের মজলিস থেকে উঠে আসা যদি বাস্তবে সম্ভব না হয়—যেমন কাজের জায়গা, পরিবারের মজলিস, পরিবহন ইত্যাদি—তবে ঈমানি অবস্থান হিসেবে আপনি প্রাণপণে গীবত থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করলে তা গুনাহী “মোটরিকা” থেকে অনেক রক্ষা পাওয়ার মানদণ্ড হিসেবে ধরা হয়, তবে এ অবস্থায়ও কিছু নৈতিক ও রূহানি পথ আছে।

❖ ঈমানি অবস্থান কেমন হবে?

গুনাহ থেকে দূরত্ব বজায় রাখা

গীবতকে হালাল বা মজার বিষয় হিসেবে না ভাবা, বরং নিজের মধ্যে তা মারাত্মক গুনাহ বলে শক্তভাবে বিশ্বাস রাখা এবং মনে মনে তা পসন্দ না করা—ইসলামে এটিই “ঈমানি অবস্থান”এর মূল ভিত্তি।

❖ হাদিসে আছে: যে মজলিস থেকে গীবত ও হারাম কথা শুনে মনে মনে অপছন্দ করে এবং বাইরে আসতে না পারলে কান বন্ধ করে থাকে, তাকে আল্লাহ সওয়াব দেন।

❖ না শোনার চেষ্টা করা

যদি মজলিস ত্যাগ করা সম্ভব না হয়, তবে কান ফেরানোর মতো চেষ্টা করুন: মুসল্লাত পড়ুন, দুরূদ পড়ুন, বই-কাজে মন দিন, বিষয় পরিবর্তন করুন ইত্যাদি।

◆এ অবস্থায় আপনি যদি খুশি হয়ে শুনে না, বরং মনে মনে অপছন্দ করেন, তবে গুনাহের পরিমাণ অনেক কম।

◆নসীহত ও নিষেধ করার প্রয়াস

গীবত শুরু হলে যতটুকু সম্ভব শান্তভাবে বলুন: “এটা গীবত, রাসুল (সা.) এ কাজকে মারাত্মক বলেছেন, আমরা এ থেকে বিরত থাকি”।

◆এ প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হলেও আপনি ঈমানি দায়িত্ব পালন করেছেন; আল্লাহ প্রচেষ্টাকেও কাবুল করেন।

◆আখিরাতে আপনার হিসাব কেমন থাকবে?

যদি সত্যিকারভাবে আপনি গীবতের প্রতি অনুরাগ না পোষণ করেন, বরং

তা নিষিদ্ধ জানেন,

নিষেধ করার চেষ্টা করেন,

যতটুকু পারেন দূরে থাকার চেষ্টা করেন,

তবে আল্লাহ আপনাকে এ অবস্থার জন্য জোরালো শাস্তি দিতে বাধ্য হবেন না; বরং তাওবা, ইসতিগফার ও নেক আমলের মাধ্যমে তিনি আপনার গুনাহ মাফ করেন।

◆সরাসরি উপদেশ (ঈমানি দৃষ্টিকোণ)

গীবতের মজলিসে বাধ্যতামূলক থাকলেও আপনার মনটি যদি গীবতের বিরুদ্ধে হয়, তবে ঈমানি অবস্থান ঠিক আছে; গুনাহ যে থাকে, তা ইস্তেগফারের মাধ্যমে কমিয়ে ফেলা যায়। ◆

লক্ষ্য রাখুন: গীবতের মজলিসে “বসে থাকা” আপনার ঈমানকে ধীরে ধীরে অপবিত্র করে তোলে; তাই ভবিষ্যতে যতটুকু সম্ভব এ ধরনের পরিবেশ থেকে দূরে থাকা ঈমানের প্রকৃত অবস্থান। ◆

অর্থাৎ, উঠে আসা সম্ভব না হলেও আপনার মন ও নীতি গীবতের বিরুদ্ধে রাখলে ঈমানি অবস্থান সঠিক, তবে সেই পরিবেশ থেকে যত তাড়াতাড়ি মুক্ত হওয়ার প্রয়াস করা আপনার উপর ফরজ বা ওয়াজিব। ◆

## ১৭। গীবত বন্ধ করার জন্য নরম ভাষায় নসীহত

গীবত বন্ধ করার জন্য নরম ভাষায় নসীহত করলে লোকটি অপমানবোধ করে না এবং কথাটাও ভেতরে ঢুকে, ফলাফল অনেক ভালো হয়। নিচে কয়েকটি কার্যকর কৌশল বাংলায় বুঝিয়ে দেওয়া হলো:

### ১. শুরুতেই আল্লাহ ও রাসুলের কথা মনে করান

বলতে পারেন:

“ভাই, আমাদের রাসুল (সা.) বলেছেন, গীবত করা হলো মৃত ভাইয়ের মাংস খাওয়ার মতো ঘৃণিত কাজ। এটা কবির গুনাহ, নিজের আমলও নষ্ট করে দেয়; শুধু আমাদের ফায়দা নেই, বরং ভয়ানক ক্ষতি।”

এতে বিষয়টি “আমার বাড়া বকা” না হয়ে “আল্লাহ—রাসুলের নির্দেশ” হিসেবে বোঝা যায়। ❖

### ২. নিজেকে “সহানুভূতিশীল বন্ধু” হিসেবে উপস্থাপন

বলুন আত্মীয়ভাবে:

“আমি তোমাকে খুব ভালোবাসি; তাই তোমার জন্য আমার চিন্তা হচ্ছে—ভবিষ্যতে এ অভ্যাস তোমার নিজেরই ক্ষতি করবে, তাই থামানোটাই ভালো হবে।”

এতে মানুষ আক্রমণ করলেন না, বরং বন্ধুত্বপূর্ণ উদ্বেগ দেখে নসীহত গ্রহণ করে। ❖

### ৩. প্রশ্ন করে নিজেকে চিন্তার মধ্যে নিয়ে আসা

কিছু নরম প্রশ্ন করে ভাবতে বাধ্য করুন:

“তুমি কি চাও তোমার সম্পর্কেও মানুষ এভাবে গাপ-শপ করুক?”

“তুমি নিজে যদি এই কথা শুনতে পেতে, কেমন লাগতো?”

এ ধরনের প্রশ্ন মানুষের মধ্যে নিজেকে অন্যের জায়গায় রাখে এবং গীবত বন্ধের সুযোগ তৈরি করে। ❖

### ৪. বিষয় পরিবর্তন করে গীবতের প্রবণতা কমানো

যখন দেখবেন গীবত শুরু হচ্ছে, তখন বিষয় ঠেলে দিন অন্য দিকে:

“চলো এ বিষয় ছেড়ে অন্য কিছু নিয়ে কথা বলি—আল্লাহর নেয়ামত, ইবাদত, কিংবা নিজের সমস্যা-সমাধান নিয়ে আলোচনা করি।”

এতে মজলিস গীবতের মলমান হতে বাধা পায়; লোকটি অনেক সময় নিজেই থামে।

❖

৫. নিজে থেকে উদাহরণ দিয়ে দেখানো

বলুন:

“আমি আগে খুব গীবত করতাম; কিন্তু কুরআন-হাদিসের আলোকে বুঝতে পেরেছি এটা নিজের আমল ও মর্যাদা নষ্ট করে। তাই এখন আমি এভাবে বলি: নিজের দোষ দেখি, অন্যের দোষ নিয়ে না... তুমি চেষ্টা কর, এক সপ্তাহ নীরব থাকো, কারও নিন্দা না করে থাকো—দেখবে নিজেই পরিবর্তন টের পাবে। ”

নিজের আন্তরিক অভিজ্ঞতা বললে মানুষ বেশি গ্রহণ করে। ❖

৬. তাওবা ও আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়ার পথ দেখানো

নরমভাবে বলুন:

“আমরা সবাই ভুল করি; গীবতও করে ফেলেছ। তাই প্রথমে আল্লাহর কাছে সিদ্ধ তাওবা করো, তারপর যার নামে গীবত হয়েছে তার কাছে ক্ষমা চাও। এতে তোমার ঈমান∴ মানসিক শান্তি দুইয়েই লাভ হবে।”

এতে মানুষ নিজেকে হেরে যাওয়ার উপর না চাপিয়ে, আল্লাহর কাছে ফিরে আসার চাবি পায়। ❖

৭. শেষে হালকা দুরূদ-দোয়ার মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ আলাপ শেষ করা

বলুন:

“আল্লাহ আমাদের সবাইকে জিহবা ও কানকে হারাম কথা থেকে হেফাজত করুন; আমরা যেন কারও মর্যাদা নষ্ট না করি, বরং একে অপরের জন্য দোয়াকারী হয়ে উঠি। আল্লাহ হাফেজ।”

এ ধরনের শেষ করে মজলিস শান্তিপূর্ণভাবে শেষ হয়; গীবতের পরিবর্তে দোয়াপূর্ণ বাতাস তৈরি হয়। ❖

এভাবে নরমভাবে, কষ্ট না দিয়ে, কিন্তু স্পষ্ট ও ঈমানিভাবে নসীহত করলে গীবত বন্ধ করার সম্ভাবনা অনেক বেশি হয় এবং আপনার উদ্দেশ্যও ফরিয়াদীর মতো ফুলে ওঠে।

## ১৮। নসীহত করার পরও গীবত অব্যাহত রাখলে করণীয়

নসীহত করার পরেও কেউ যদি গীবত অব্যাহত রাখে, তবে আপনার ঈমানি দায়িত্ব এবং ব্যবহারিক অবস্থান বেশ স্পষ্ট: আপনি আরও জোরে জোরে তা না করে, নিজেকে রক্ষা করার দিকে ঘোরাবেন। ইসলামি আদব অনুযায়ী নিম্নোক্ত কাজগুলো করা উচিত:

### ১. দুবার নসীহত করলে আর বাধ্য নয়

জানা যায়, মানুষকে গীবত থেকে নিষেধ করার জন্য দুই-তিন বার নসীহত করা যথেষ্ট; তার পরেও যদি সে শুনতে না চায়, তবে আপনার উপর থেকে ইলজাম প্রায় কমে যায়। ❖

এরপর আপনার প্রধান দায়িত্ব নিজে গীবতের গুনাহে না পড়া, বরং নিজের মনকে তা থেকে দূরে রাখা। ❖

### ২. গীবতের মজলিস থেকে শান্তভাবে বের হয়ে আসা

যদি পরিবার বা কাজের জায়গায় বাধ্য হয়ে থাকতেই হয় এবং সেখানে গীবত অব্যাহত থাকে, তবে যেই মূহূর্তে সম্ভব সেটা শুনা বন্ধ, কান বন্ধ, কাজ-পড়ায় মন দেওয়া, বিষয় ঘুরিয়ে দেওয়া বা স্থান পরিবর্তন করার চেষ্টা করুন। ❖

সম্ভব হলে এমন মজলিস থেকে যতদূর সম্ভব দূরে থাকার প্রয়াস করুন; কারণ হাদিসে আছে, গীবতের মজলিস ছেড়ে চলে যেতে যারা পারে, তাদের ব্যাপারে বিশেষ নসীহত আছে। ❖

### ৩. মনে মনে গীবতকে অপছন্দ করে রাখা

যদি বাস্তবে আপনি উঠে যেতে পারেন না (যেমন বাসে, অফিসে, বিদ্যালয়ে বা বন্ধুদের মজলিসে), তবে ঈমানি অবস্থান হবে এই যে:

গীবতকে মারাত্মক গুনাহ হিসেবে মেনে নিন,

মনে মনে অপছন্দ করুন, খুশিভাবে শোনা থেকে বিরত থাকুন,

গীবতকারীকে আল্লাহর জন্য অন্য কিছু ভালো বিষয়ে নিয়ে আসার চেষ্টা করুন। ❖

এ অবস্থায় আপনি গুনাহের অংশীদার হবেন না, বরং ঈমানি দৃষ্টিকোণে আপনি দূরে থাকবেন। ❖

### ৪. আল্লাহর কাছে দোয়া ও ইস্তিগফার

নিজের জন্য বলুন:

“আল্লাহ আমাকে এ ধরনের গুনাহ থেকে হেফাজত করুন, আমার মুখ, কান ও চোখকে হারাম কথা থেকে রক্ষা করুন।”

গীবতকারী বা গীবতের শিকার ব্যক্তির জন্য বলুন:

“আল্লাহ তাকে হিদায়াত দিন, গীবতের অভ্যাস থেকে তাকে বাঁচান।”



৫. ভবিষ্যতে পরিবেশ ও সঙ্গ বদলানোর চেষ্টা

যতদূর সম্ভব গীবত-প্রবণ লোকদের গোষ্ঠী থেকে দূরে থাকুন; নিজের আশপাশের মানুষ যদি নিয়মিত গীবত করে, তবে সেই সঙ্গ ত্যাগ করার প্রয়াস করুন।

ভালো সঙ্গ, নেক আমল, জিকির, দোয়া ও কোরআন পাঠকে নিজের প্রাধান্য দিন; এগুলো জিভ ও কানের হেফাজতে বড় সহায়ক।

সংক্ষেপে

নসীহত করার পরেও কেউ গীবত করলে আপনার করণীয়:

আরও বারবার আক্রমণ না করে নিজেকে রক্ষা করুন,

যতটুকু সম্ভব ওই মজলিস বা পরিবেশ থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করুন,

মনে মনে গীবতকে অপছন্দ করুন এবং ইস্তিগফার ও দোয়া করুন,

ভবিষ্যতে এ ধরনের গীবত-প্রবণ সঙ্গ ও মজলিস এড়িয়ে চলুন।

এভাবে আপনি প্রাণপণে দায়িত্ব পালন করেন এবং ঈমানি দৃষ্টিকোণে নিজেকে “সংগঠিত বিরোধী” হিসেবে দাঁড় করান—যার জন্য আল্লাহ আপনাকে শান্তি ও সওয়াব দিবেন।

## ১৯। গীবতকারীকে সরাসরি আল্লাহর ভয় দেখানো কি নসীহতের

### অংশ

হ্যাঁ, গীবতকারীকে সরাসরি আল্লাহর আজাবের ভয় দেখানো নসীহতের অংশ হতে পারে, কিন্তু সেটি যদি নরম ভাষা, ঈমানি উদ্দেশ্য ও সহানুভূতির সাথে হয়, তখনই তা “নসীহত” হিসেবে গণ্য হয়; অন্যথায় তা শুধু ভয়ভিত্তিক আক্রমণে পরিণত হয়।  
কখন এটা নসীহতের অংশ হয়?

আল্লাহর ভয় দেখানো তখন নসীহত হয় যখন আপনি গুনাহের ফলাফল সরলভাবে বলেন, যেমন:

“গীবত কবিরী গুনাহ, কুরআন-হাদিসে বলা হয়েছে এতে দুনিয়ার অশান্তি ও আখিরাতে জাহান্নামের আগুন হতে পারে; আমি চাই না তুমি সে আজাবে পড়ো, তাই এ কাজ থেকে তওবা করো।”

এখানে উদ্দেশ্য হলো ভয় দেখিয়ে তাকে আল্লাহর কাছে ফিরিয়ে আনা, না যে তাকে হেয় করা বা জিতে যাওয়া। ❖

এ ধরনের ভয় দেখানো হাদিসে “যে কোনো খারাম কাজ দেখে যদি তা নিজ লেখন দ্বারা পরিবর্তন করতে না পারে, তবুও মুখ দ্বারা বা অন্তর দ্বারা নিষেধ করবে”—এই নীতির অধীন। ❖

কখন এটা নসীহত থেকে বেরিয়ে যায়?

আল্লাহর আজাব নিয়ে ভয় দেখানো নসীহত থেকে দূরে চলে যায় যখন:

তাকে “তুমি অবশ্যই জাহান্নামে যাবে” ধরনের দৃঢ় ফতোয়া দিয়ে বিচার করা হয় (যদিও সে তওবা করেনি)।

ক্রোধ বা হিংসার বশে কথা বলা হয়, যেমন: “তোমার আজাব থেকে বাঁচার উপায় নেই”—এ ধরনের ভাষা ব্যবহার করা।

ঈমানি দুর্বল মানুষকে হতাশ করে ঈমান ভাঙার মতো কথা বলা হয়। ❖

এ ধরনের কথা নসীহত নয়, বরং আক্রমণ ও অহংকার।

আল্লাহর আজাব ভীতি দেখানোর সঠিক আদব

ভয় দেখানোর মাধ্যমে আল্লাহর ক্রোধ ও ক্ষমার দুই পাশ একসাথে বুঝানো:

“আল্লাহ এ গুনাহের জন্য কঠোর আজাব দেন, কিন্তু তিনি অতি ক্ষমাশীলও; তাই এখনই তওবা করো, তিনি মাফ করবেন।” ❖

কথা বলার আগে নিজের মধ্যে দয়া বসিয়ে বলুন; গীবতকারীকে “হারাম মানুষ” না মেনে, “গুনাহগ্রস্ত বন্ধু” হিসেবে ভাবুন। ❖

সুতরাং আল্লাহর আজাবের ভয় দেখানো নসীহতের অংশ হতে পারে, যদি তা করা হয় নরম, জ্ঞান-ভিত্তিক ও ঈমানি উদ্দেশ্যে; অন্যথায় তা নসীহত না হয়ে গুনাহের কারণে পরিণত হতে পারে। ❖

## ২০। নসীহত করার ক্ষেত্রে ক্রোধ নিয়ন্ত্রণের উপায়

হ্যাঁ, নসীহত করার ক্ষেত্রে ক্রোধ নিয়ন্ত্রণ করা অত্যন্ত প্রয়োজন, কারণ রাগের মাথায় দেওয়া নসীহত প্রায়ই “নসীহত” না হয়ে শুধু আক্রমণে পরিণত হয় এবং সম্পর্ককে নষ্ট করে দেয়। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন,

“প্রকৃত শূরা বীর হলো সে, যে রাগের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখে।” (বুখারি ৬১১৪)



এখানে জেনে নেওয়া গুরুত্বপূর্ণ:

কেন নসীহতে ক্রোধ নিয়ন্ত্রণ অপরিহার্য?

ক্রোধে মুখ থেকে বের হয় তীক্ষ্ণ শব্দ, অপমান ও আঘাত; নসীহত তখন “দুশমনি”র রূপ নেয়।

নসীহতের মূল উদ্দেশ্য হলো মানুষকে আল্লাহর পথে ফিরিয়ে আনা, না যে তাকে কাটা, ধমক দেওয়া বা জিতে যাওয়া।

ক্রোধ নিয়ন্ত্রণ করে নসীহত করলে কথা থেকে তাওয়াক্কুল, দয়া ও হেফাজতের বার্তা চলে, মানুষ সেটা আন্তরিকতার সাথে গ্রহণ করে।

ক্রোধ নিয়ন্ত্রণের ব্যবহারিক উপায় (নসীহতের সময়)

১. দুয়া ও ইস্তিগফার করুন

আগেই আল্লাহর কাছে দুয়া করুন:

“আল্লাহ আমাকে আমার রাগের গুনাহ থেকে হেফাজত করুন, আমাকে নরম ও সুলভ ভাষায় নসীহত করার তাওফিক দান করুন।”

২. ভাষা আগে থামিয়ে দিন

রাগ লাগলে মুখ বন্ধ করে ৫-১০ সেকেন্ড গভীর শ্বাস নিন অথবা মনে মনে ১ থেকে ১০ পর্যন্ত উল্টো গুনুন। এতে মস্তিষ্ক উত্তেজনা কমিয়ে স্বাভাবিক অবস্থায় আসে।

৩. অজু বা ঠান্ডা পানি দিয়ে শান্ত হোন

হাদিসভিত্তিক উপায়: রাগের সময় অজু করা বা মুখ-হাত ঠান্ডা পানিতে ধোয়া মানুষকে শান্ত করে।

৪. স্থান পরিবর্তন করুন

দরকার হলে মজলিস থেকে মুহূর্তের জন্য বের হয়ে এসে নিজেকে শান্ত করুন; তারপর নতুন করে নসীহত করুন।

৫. উদ্দেশ্য ভাবুন: “এটা কি আল্লাহর জন্য নসীহত, নাকি আমার রাগের আউটলেট?” যদি মনে হয়, কথা শুনা থাকলেও আমার মন শান্তি পাবে না, তবে সে সময় নসীহত না করাই ভালো—পরে শান্ত থাকা অবস্থায় করুন। ❖

৬. নরম ও প্রশ্নভিত্তিক ভাষা ব্যবহার করুন

“আমি চিন্তিত যে এজন্য তোমার আখিরাতে বড় ক্ষতি হতে পারে” ধরনের ভাষা ব্যবহার করুন, না যে: “তুমি তো শান্তি পাবেই।” ❖

ক্রোধ না নিয়ন্ত্রণে কী হয়?

নসীহত যুক্তিহীন ও আক্রামী হয়ে যায়, ফলে মানুষ উপদেশ না নিয়ে ঘৃণা ও দূরত্ব বাড়ায়। ❖

নিজের মধ্যেও গুনাহ ও ঈর্ষা বাড়ে; কারণ ক্রোধ শয়তানের পস্থা এবং শরীয়ত-ভিত্তিক নসীহতের বিরুদ্ধে। ❖

সুতরাং নসীহত আসলে একটি চরিত্র-পরীক্ষা, যেখানে ক্রোধ নিয়ন্ত্রণ করা না করে বলা কথা “নসীহত” না হয়ে “আবেগের ফাঁদ” হয়ে যায়। তাই নিজের রাগ শান্ত করে নিয়ে যে নসীহত করা হয়, সেই নসীহতই আল্লাহর দৃষ্টিতে সৎ ও কার্যকর হয়। ❖

## ২১। নসীহতের সময় রাগের তীব্রতা ও সাহাবীদের ধর্মের আদর্শ

নসীহতের সময় রাগের তীব্রতা যদি উদ্দেশ্যকে নষ্ট করে, তবে সে নসীহত না হয়ে শুধু আবেগের আক্রমণ হয়ে যায়। তাই নবী (সা.) ও সাহাবীদের ধৈর্যের আদর্শ এখানে একটি বিশাল মডেল হিসেবে কাজ করে।

১. নসীহতের সময় রাগের প্রকৃতি

রাগ নিজেই খারাপ নয়, বরং

যদি রাগ মন্দ কাজে ব্যবহৃত হয় (অপমান, অতিরিক্ত ধমক, কঠোর ভাষা), তখন তা হারাম;

আর যদি রাগকে নিয়ন্ত্রণে রেখে ন্যায়ের পক্ষে ব্যবহার করা হয় (যেমন অন্যায় বন্ধ করা), তখন তা পছন্দনীয়। ❖

নসীহত করার সময় রাগ থাকলেই সমস্যা নয়, কিন্তু যদি রাগ ভাষা, হাবভাব ও উদ্দেশ্য পরিবর্তন করে, তখন তা থেকে সরে এসে নিজেকে শান্ত করাই ধৈর্য। ❖

## ২. সাহাবীদের ধৈর্যের আদর্শ

সাহাবীরা অনেক সময় ভুল, জাহেলি বা গুনাহের মধ্যে লিপ্ত অবস্থাতেও নবী (সা.) থেকে নসীহত শুনতেন অতীব মারমুম ভাষায়, কিন্তু তাঁর মধ্যে কোনো তীব্র রাগ, উচ্চারণ বা হুমকি ছিল না; বরং ছিল দুর্বলতা, দয়া ও মমতা। ❖

এদেরকে দেখে বোঝা যায়:

ধৈর্য এখানে হলো “নিজের রাগ শান্ত করা”, না যে “ভুলকে সহ্য করা”; রাগ থাকলেও তা বাইরের আক্রমণে না দেখিয়ে মনে মনে আল্লাহর নিকট শরণাপন্ন হওয়া আর নম্রভাবে গুনাহ বর্ণনা করে তওবার দিকে নিয়ে আসা। ❖

## ৩. নসীহতের সময় রাগ নিয়ন্ত্রণের কিছু আদব

নিজেকে প্রশ্ন করুন: আমি কি আল্লাহর জন্য বলছি, নাকি নিজের মানসিক জ্বালা মেটাচ্ছি?

ভাষায় থাকুক দোয়া, দয়া ও আশা, যেমন:

“আল্লাহ তোমাকে হিদায়াত দিন, আমি চাই না তুমি কঠিন আজাবে পড়ো।”

রাগের মাথায় নসীহত না করে, ধৈর্য ধরে একটু পর শান্ত থাকলে কথা বলুন; সাহাবীদের মধ্যেও দৃষ্টান্ত আছে তাঁরা রাগের সময় অনেক বিষয় শান্তভাবে ঘুরিয়ে দিতেন বা পরে কথা বলতেন। ❖

## ৪. রাগ ও ধৈর্যের মাঝে ভারসাম্য (সুন্নাহ-ভিত্তিক)

রাগ হলো স্বাভাবিক আবেগ; কিন্তু সুন্নাহ অনুসরণ করে যদি তা প্রকাশ করা হয় ঐ ভাবে যেভাবে নবী (সা.) দেখিয়ে গেছেন, তবে রাগ-ধৈর্য দু’টোই মাশুল্লা হয়। ❖

ধৈর্য মানে কলিজা ভেঙে কিছু না বলা নয়, বরং সময় নিয়ে নরম কিন্তু স্পষ্টভাবে ভুলটি বুঝিয়ে দেওয়া।

সুতরাং নসীহতের সময় রাগের তীব্রতা থাকলেও সাহাবীদের ধৈর্যের আদর্শ অনুযায়ী এটা নিয়ন্ত্রণ করে নম্র, দয়াময় ও ঈমানী আকৃতিতে প্রকাশ করাই সঠিক পন্থা। ❖

## ২১। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নসীহতের ধরণ ও সাহাবীদের গ্রহণ

রাসুলুল্লাহ (সা.) নসীহত করতেন অত্যন্ত নরম, দৃঢ় আর মানবিক ভাষায়, আর সাহাবীরা (রা.) সে নসীহতকে অকুণ্ঠচিত্তে, প্রেম ও ভক্তির সাথে গ্রহণ করতেন। এটাই ইসলামী নসীহতের খুব বড় আদর্শ।

রাসুল (সা.) এর নসীহতের ভাষা

### ১. নরম ও আন্তরিক ভাষা

রাসুল (সা.) কখনো মানুষকে কঠোর বা অপমানকর ভাষায় নসীহত করতেন না; বরং তিনি বলতেন:

“কাউকে লজ্জিত করে বকা দিও না; বরং তাকে ভালোভাবে বুঝিয়ে দাও।” [হাদীস সাহিত্যে এ অর্থের হাদীস পাওয়া যায়; উপরের সংক্ষিপ্ত উদ্ধৃতি আদর্শ ভাব ধারণ করে] ভুল করলে তাঁকে “তুমি কী করছ?”, “তোমার কাজ এ নয়”—এরকম সরাসরি ভাষা নয়, বরং ঘুরিয়ে ভালো কথা বলে সঠিক পথে নিয়ে যেতেন।

### ২. হৃদয় স্পর্শকারী তুলনা ও দৃষ্টান্ত

তিনি প্রায়ই উদাহরণ দিয়ে নসীহত করতেন, যেমন গীবতকে “মৃত ভাইয়ের মাংস খাওয়ার মতো” বলে বুঝিয়েছেন—যা শুনলে মানুষ নিজেকে মূল্যবোধের আলোতে দেখে, শুধু অপরাধিত বোধ না। [ইতিহাস ও হাদীসে এ দৃষ্টান্ত মশহূর]

### ৩. ভবিষ্যতের ফলাফল বুঝিয়ে দেওয়া

তিনি শুধু ক্রটি বলেন নি, বলেছেন এর ফল:

“এমন কাজ করলে তুমি আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে, কিন্তু তওবা করলে আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করবেন ও সওয়াব দেবেন।”

এতে নসীহত আদর্শ ও প্রেরণার হয়ে যায়, ভয়ভিত্তিক হিংসার নয়।

### ৪. একক ব্যক্তির সাথে নরম আলোচনা

কারো ভুল ছিলে রাসুল (সা.) প্রায়ই তাকে ধরে আলাদা করে নিয়ে শান্তভাবে কথা বলতেন, যাতে সে অন্যের সামনে হেয় না হয়। [সাহাবী ইতিহাসে এ ধরনের দৃষ্টান্ত আছে; বিস্তারিত হাদীসে তাও লক্ষ্য করা যায়]

সাহাবীদের গ্রহণের ধরন

### ১. বিনয় ও আনুগত্যের মনোভাব

সাহাবীরা যখন রাসুল (সা.) থেকে নসীহত পেতেন, তখন তাঁকে “আম্মামুকাল্লাহ” (আল্লাহ আপনাকে জীবিত রাখুন), “যামানাকা ইল্লা আল্লাহ” (আপনার সময় বাড়াক আল্লাহ”—এই ধরনের দুরুদ-দোয়া দিতেন)—এভাবে তাঁর নসীহতকে আনন্দের সাথে গ্রহণ করতেন। [হাদীস ও সাহাবী জীবনীতে উল্লেখ আছে]

২. ফোরাম থেকে প্রশংসা ও তাওবা

রাসুল (সা.) যদি কাউকে তীর্থক ভাবে নসীহত করতেন, সাহাবী তা শুনে অভিমান না করে পরে আল্লাহর কাছে তওবা করতেন এবং নিজে ভুল স্বীকার করতেন।

কিছু সাহাবী তো এমন চাষ করতেন যে নসীহতকে “বর—ভগবানের দেওয়া রহমৎ” হিসেবে মনে করতেন।

৩. সঙ্গী-সওয়ারীকে শুধু নিজের জন্য নয়, সমস্ত মুসলিমের জন্য গ্রহণ করা

সাহাবীরা মনে করতেন, রাসুল (সা.) শুধু তাঁর পক্ষে নসীহত করেছেন, বরং সমস্ত মুসলিমের জন্যই—তাই তারা নিজেদের আচরণ ঘুরে দেখতেন এবং প্রায়ই সমস্ত সম্প্রদায়কে সে নসীহত শেয়ার করতেন। [সাহাবী ইতিহাসে উল্লেখ আছে; বিশেষত হাদীস সংকলনের গোড়ার কাজে ব্যবহার হয়েছে]

৪. আহমরান্ত অনুভূতি ও তাতে স্পন্দন

সাহাবীরা যখন ভুল শুনতেন, তখন তাঁদের চোখে “নুদুব” (নুদুব = অনুতাপ / হৃদয় স্পন্দন) নিয়ে আসত, যা কুরআনও তাঁদের বর্ণনা করে। [সূরা আল-ফাতিহা, আল-মুজাদিলাহ ইত্যাদি; সুতরাং নসীহত তাঁদের হৃদয়কে গভীরভাবে নাড়ত]

সংক্ষেপে

রাসুল (সা.) এর নসীহত: নরম, হৃদয়-স্পর্শকারী, দৃষ্টান্তভিত্তিক, প্রেম-ভিত্তিক, অপমানহীন ভাষা; কখনো অহংকার, কিন্তু সত্যের জন্য দৃঢ়।

সাহাবীদের গ্রহণ: বিনয়, তাওবা, লজ্জা, প্রেম ও আনুগত্যের সাথে সে নসীহত তাঁদের হৃদয়ে গড়ায় পরিবর্তন নিয়েছে—এভাবে ইসলাম সমগ্র সমাজকে গঠন করেছে।

এই দুই দিক মিলিয়ে “নসীহত হলো হৃদয় ভাঙানো নয়, হৃদয় গড়ানো”—এই সুন্নাহের আদর্শ আজও প্রত্যেক মুসলিম পরিবার ও মজলিসে প্রয়োগ করা উচিত।

## ২২। গীবত (পরনিন্দা) থেকে বাঁচার প্রধান উপায়গুলো হলো:

মূল উপায়গুলো:

গীবতের কুফল সম্পূর্ণভাবে জানা - কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত গীবতের ক্ষতিকারক দিকগুলো (পুণ্য লাঘব, নিন্দিত ব্যক্তির পাপ বহন, পরকালীন শাস্তি) ভালোভাবে বুঝে নেওয়া ❖

নিজের দোষ অনুসন্ধান করা - পরের দোষ খোঁজার আগে নিজের দোষ খোঁজা; নিজের মধ্যে দোষ পেলে মনে হবে অপরের দোষ থাকাও অসম্ভব নয় ❖

মুখ খোলার আগে চিন্তা করা - অন্যের ব্যাপারে কথা বলার আগে ভাবতে হবে যে যা বলতে যাচ্ছি তাতে গোনাহ হবে না তো? ❖

চুপ থাকার অভ্যাস করা - অপরের ব্যাপারে পারতপক্ষে ভালো কথা বলা, ভালো ধারণা করা, অন্যথায় চুপ থাকা ❖

অপরকে নিজের থেকে ভালো মনে করা - এতে অন্যের দোষ চোখে পড়বে না এবং গীবতও হবে না ❖

গীবতকারী থেকে দূরে থাকা - যে ব্যক্তি গীবতে অভ্যস্ত, তার কাছে না যাওয়া অথবা গেলেও গীবত করার সুযোগ না দেওয়া ❖

ইস্তেগফার করা - গীবত করতে মনে চাইলে গীবতের দুনিয়াবি ও পরকালীন পরিণতি সম্পর্কে চিন্তা করা এবং বেশি বেশি ইস্তেগফার করা ❖

মাফ চাওয়া - কারও গীবত করে ফেললে যার গীবত করা হয়েছে তার কাছে গিয়ে মাফ চাওয়া ❖

গীবত করা হারাম এবং কবিরার গোনাহ, যা আল্লাহর হুক ও বান্দার হুক দুটিই নষ্ট করে ❖ ।

## ২৩। গীবত থেকে বাঁচার কার্যকরী উপায়গুলো নিচে দেওয়া হলো:

১. গীবতের কুফল ও পরিণতি সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করা ❖

কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত গীবতের ক্ষতিকারক দিকগুলো (পুণ্য লাঘব, নিন্দিত ব্যক্তির পাপের বোঝা বহন, দুর্নাম, দোয়া কবুল না হওয়া, আগুনের শাস্তি) সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করা ❖

গীবতকারীর দোয়া কবুল হয় না এবং তিনি পরকালে সর্বস্বান্ত হন ❖

২. নিজের দোষ অনুসন্ধান করা ❖

অপরের দোষ নয়, আগে নিজের দোষ খোঁজা এবং আত্মসমালোচনা করা ❖

নিজের মধ্যে দোষ থাকলে মনে করা যে অপরেরও দোষ থাকা অসম্ভব নয় ❖

নিজেকে নির্দোষ মনে করে অন্যের দোষ খোঁজা নির্লজ্জতা ❖

৩. অপরের কল্যাণ কামনা করা ❖

রাসূল (সা.) বলেছেন: "দীন হচ্ছে নিছক কল্যাণ কামনা করা" ❖

অপরকে সব সময় নিজের থেকে ভালো মনে করা, ফলে অন্যের দোষ চোখে পড়বে না ❖

৪. মুখ খোলার আগে চিন্তা করা ❖

অন্যের ব্যাপারে মুখ খোলার আগে ভাবা: "যা বলতে যাচ্ছি তাতে গোনাহ হবে না তো?" ❖

পারতপক্ষে ভালো কথা বলা, ভালো ধারণা করা, অন্যথায় চুপ থাকা ❖

৫. অপরের অপরাধ ক্ষমা করে দেওয়া ❖

মহৎ ব্যক্তিদের জীবনী বেশি অধ্যয়ন করা ❖

আত্মত্যাগ অর্থাৎ প্রয়োজনে অপর ভাইকে অগ্রাধিকার দেওয়া ❖

৬. গীবত করতে ইচ্ছা হলে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা ❖

গীবত করতে মনে চাইলে গীবতের দুনিয়াবি ও পরকালীন পরিণতি সম্পর্কে চিন্তা করা ❖

বেশি বেশি ইস্তেগফার করা ❖

৭. গীবতকারী থেকে দূরে থাকা ❖

যারা গীবতে অভ্যস্ত, তাদের কাছে না যাওয়া ❖

গেলেও গীবত করার সুযোগ না দেওয়া ❖

মেয়েদের ক্ষেত্রে বেশি সংখ্যায় একত্রিত না হওয়া (গীবত রোগের বড় চিকিৎসা) ❖

৮. গীবত করে ফেললে তাওবা ও মাফ চাওয়া ❖

গীবত করে ফেললে যার গীবত করা হয়েছে তার কাছে গিয়ে মাফ চাওয়া ❖

"আমি আপনার গীবত করে ফেলেছি, আমাকে মাফ করে দিন" বলে জানা ❖

৯. ভালো কথাও বেশি না বলা ❖

ভালো কথা দীর্ঘ হলে মাঝেমধ্যে অসতর্কতাবশত দোষ বের হয়ে যায় ❖

গীবত দুরারোগ্য ব্যাধির মতো—এটি কর্মফল ধ্বংস করে, দুনিয়াতে অপদস্থ করে এবং পরকালে সর্বস্বান্ত করে ❖। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সবাইকে গীবত থেকে বাঁচার তাওফিক দান করুন। আমিন।

মুখের গীবত (পরনিন্দা) মূলত কারো অনুপস্থিতিতে তার সম্পর্কে এমন সত্য কথা বলা, যা শুনলে সে কষ্ট পাবে বা অসন্তুষ্ট হবে ❖। হাদিস অনুযায়ী, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "তুমি যদি তোমার ভাইয়ের এমন দোষ উল্লেখ কর যা তার মধ্যে বিদ্যমান থাকে তবে সেটিই গীবত" ❖।

মুখের গীবতের প্রধান ধরণগুলো:

গীবতের বিভিন্ন রূপ (মুখের মাধ্যমে):

শারীরিক গঠন নিয়ে দোষ চর্চা (উদা: "অমুক খুব মোটা/কুশ")

চারিত্রিক দোষ নিয়ে কথা বলা (উদা: "অমুক মিথ্যেবাদী")

বংশ-পরিচয় নিয়ে নিন্দা করা

পোশাক-পরিচ্ছদ নিয়ে সমালোচনা করা ❖

গুরুত্বপূর্ণ বিষয়: কথাগুলো যদি

সত্য হয় তবে তা গীবত হবে, আর যদি মিথ্যা হয় তবে তা অপবাদ (বাহতান) হিসেবে ধরা হবে, যা আরও গুরুতর পাপ।

কুরআনে গীবতকে মৃত ভাইয়ের পঁচা গোশত খাওয়ার সাথে তুলনা করে ভয়াবহ কবীরা গুনাহ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে।

## ২৪। গীবতের আধুনিক মাসআয়েল

গীবতের আধুনিক মাসআলা মূলত আধুনিক প্রযুক্তি ও সোশ্যাল মিডিয়ার প্রসঙ্গে উদ্ভূত নতুন নতুন পরিস্থিতি নিয়ে ফিকহি বিধান নির্ধারণকে কেন্দ্র করে। নিচে প্রধান আধুনিক মাসআলাগুলো সারসংক্ষেপে দেওয়া হলো:

গীবতের সংজ্ঞা (মৌলিক বিধান)

গীবত হলো কারও অনুপস্থিতিতে তার এমন দোষ বর্ণনা করা যা শুনলে সে অসন্তুষ্ট হবে ❖। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: "গীবত হচ্ছে তোমার ভাইয়ের এমন কথা (দোষ) বর্ণনা করা, যা শুনলে সে অসন্তুষ্ট হবে" ❖। যদি বর্ণিত দোষটি সত্য হয় তবে তা গীবত, আর মিথ্যা হলে তা হবে ঈযম (অপবাদ) ❖।

আধুনিক যুগের গীবতের মাসআলাসমূহ

গীবত বৈধ হওয়ার ৬টি ব্যতিক্রমী অবস্থা (শরায়ী শর্তসহ) ❖

অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে অভিযোগ - মজলুম হিসেবে বিচার চাওয়া

ফতোয়া চাওয়া - নিজের সমস্যার সমাধানের জন্য ফকীহকে জিজ্ঞেস করা

বিচারব্যবস্থায় সাক্ষ্য - আদালতে সত্য সাক্ষ্য দেওয়া

মুসলিম ভাইকে সরানো - বিয়ে, ব্যবসা বা সহযোগিতা থেকে সতর্ক করা

ফাসিক থেকে দাওয়াত রক্ষা - তাদের প্রতারণা থেকে মানুষকে সতর্ক করা

স্বৈরাচারী থেকে বাঁচা - নিজে বা অন্যকে রক্ষার প্রয়োজনীয়তা

গীবতের তাওবার বিধান

গীবতের তাওবা শুধু আল্লাহর কাছে করা যথেষ্ট নয়। যার গীবত করা হয়েছে, তার কাছে ক্ষমা চাওয়া আবশ্যিক ❖। তবে যদি ক্ষমা চাওয়ার ফলে তার আরও কষ্ট হয় বা সম্পর্ক ছিনে, তবে দোয়া ও সদকা দিয়ে ক্ষমা কামনা করতে হবে।

বর্জনের উপায়

সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারে সতর্কতা ❖

গীবতের মজলিস থেকে যাওয়া

গীবত শোনার পরিবর্তে প্রতিবাদ করা ❖

নিজের ভাইয়ের সম্মান রক্ষা করা ❖ গীবতের আধুনিক মাসআলা মূলত আধুনিক প্রযুক্তি ও সোশ্যাল মিডিয়ার প্রসঙ্গে উদ্ভূত নতুন নতুন পরিস্থিতি নিয়ে ফিকহি বিধান

নির্ধারণকে কেন্দ্র করে। নিচে প্রধান আধুনিক মাসআলাগুলো সারসংক্ষেপে দেওয়া হলো:

গীবতের সংজ্ঞা (মৌলিক বিধান)

গীবত হলো কারও অনুপস্থিতিতে তার এমন দোষ বর্ণনা করা যা শুনলে সে অসন্তুষ্ট হবে ❖। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: "গীবত হচ্ছে তোমার ভাইয়ের এমন কথা (দোষ) বর্ণনা করা, যা শুনলে সে অসন্তুষ্ট হবে" ❖। যদি বর্ণিত দোষটি সত্য হয় তবে তা গীবত, আর মিথ্যা হলে তা হবে ঈযম (অপবাদ) ❖।

আধুনিক যুগের গীবতের মাসআলাসমূহ

গীবত বৈধ হওয়ার ৬টি ব্যতিক্রমী অবস্থা (শরায়ী শর্তসহ)

❖ অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে অভিযোগ - মজলুম হিসেবে বিচার চাওয়া

ফতোয়া চাওয়া - নিজের সমস্যার সমাধানের জন্য ফকীহকে জিজ্ঞেস করা

বিচার ব্যবস্থায় সাক্ষ্য - আদালতে সত্য সাক্ষ্য দেওয়া

মুসলিম ভাইকে সরানো - বিয়ে, ব্যবসা বা সহযোগিতা থেকে সতর্ক করা

ফাসিক থেকে দাওয়াত রক্ষা - তাদের প্রতারণা থেকে মানুষকে সতর্ক করা

স্বৈরাচারী থেকে বাঁচা - নিজে বা অন্যকে রক্ষার প্রয়োজনীয়তা

গীবতের তাওবার বিধান

গীবতের তাওবা শুধু আল্লাহর কাছে করা যথেষ্ট নয়। যার গীবত করা হয়েছে, তার কাছে ক্ষমা চাওয়া আবশ্যিক।

❖ তবে যদি ক্ষমা চাওয়ার ফলে তার আরও কষ্ট হয় বা সম্পর্ক ছিন্ন হয়, তবে দোয়া ও সদকা দিয়ে ক্ষমা কামনা করতে হবে।

## ২৫। গীবতের কাফফারা আদায়ের সঠিক নিয়ম

নিচে ধাপে ধাপে দেওয়া হলো:

গীবতের কাফফারার মূল নিয়ম

❖গীবতের কাফফারা হলো যার গীবত করা হয়েছে তার নিকট ক্ষমা চাওয়া এবং যাদের নিকট গীবত করা হয়েছে তাদের নিকট গীবতের বদলে প্রশংসা করা।

❖ক্ষমা চাওয়ার প্রথম পদ্ধতি (প্রাধান্যসহ)

গীবতের কাফফারার ৪টি পূর্ণাঙ্গ ধাপ

১. তাওবা-ই-নাসুহা করা (খাঁটি তাওবা)

২. পাপের প্রতি অস্বীকৃতি জানা

আর কখনো না করার ইচ্ছা করা

৩. আল্লাহর কাছে আন্তরিক অনুতাপ

৪. সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কাছে ক্ষমা চাওয়া

❖সরাসরি গিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা

যেমন: আবুবকর ও ওমর (রা.) খাদেমের গীবত করলে রাসুলুল্লাহ (সা.) তাদেরকে খাদেমের কাছে ক্ষমা চাইতে বলতেন ❖

গীবতের বদলে প্রশংসা করা ❖

যেই জায়গায়/গ্রুপে/সোশ্যাল মিডিয়ায় গীবত করেছেন, ঐ একই জায়গায় তার ভালো গুণ প্রশংসা করুন

উদাহরণ: আবুবকর ও ওমর (রা.) খাদেমের অধিক ঘুমানোর গীবত করলে, রাসুল (সা.) তাদেরকে তার প্রশংসা করতে বলেছিলেন ❖

সদকা ও সদকায়ে ফয়জা ❖

পরিমাণ: সামর্থ্য অনুযায়ী

মৃত ব্যক্তির গীবত হলে তার নামে সদকা করা

বিশেষ পরিস্থিতি ও বিধান ❖

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

গীবত কবীরা গুনাহ; শুধু তাওবায় মাফ হবে না, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ক্ষমা আবশ্যিক ❖

গীবতের মালিকই ক্ষমা করবে, আল্লাহ নয় (যতক্ষণ না সে ক্ষমা করে) ❖

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: গীবত হলো তোমার ভাইয়ের এমন দোষ বর্ণনা করা যা শুনলে সে অসন্তুষ্ট হবে ❖

আল্লাহ তাওফিক দান করুন সঠিকভাবে কাফফারা আদায় করার।

## ২৬। গীবত আত্মার ব্যাধি কেন?

গীবত আত্মার ব্যাধি কারণ এটি অন্তরের রোগ যা মানুষকে আল্লাহ ও মানুষের হক থেকে বিরত রাখে এবং আত্মার পবিত্রতা নষ্ট করে। নিচে বিস্তারিত কারণগুলো দেওয়া হলো:

কেন গীবত আত্মার ব্যাধি?

গীবতের মূল আত্মিক রোগসমূহ -

অহংকার — নিজেকে অন্যের চেয়ে শ্রেয় মনে করা

হিংসা — অন্যের নেকি বা সুবিধায় ক্ষমা না পারা

ঘৃণা ও বিদ্বেষ — অন্যের প্রতি কটু মনোভাব

লোভ — নিজের মর্যাদা বাড়ানোর জন্য অন্যের কুৎসা রটানো

নিজের দুর্বলতা লুকোবানো — অন্যের দোষ উল্লেখ করে নিজেকে ভালো দেখানো

আয়াত ও হাদিসের সমর্থন

কুরআনে আল্লাহ বলেছেন:

"তোমরা পরস্পরের গোপন বিষয় অনুসন্ধান করবে না এবং পরস্পরের গীবত করবে না। তোমাদের মধ্যে কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের মাংস খেতে পছন্দ করবে? তোমরা তা ঘৃণাই মনে করবে।" [সূরা হুজুরাত: ১২]

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

"গীবত হচ্ছে তোমার ভাইয়ের এমন কথা (দোষ) বর্ণনা করা, যা শুনলে সে অসন্তুষ্ট হবে।"

গীবত থেকে বাঁচার উপায়

জিহ্বা সংযত রাখা

অহংকার থেকে সাবধান থাকা  
হিংসা ও বিদ্বেষ পরিত্যাগ করা  
বন্ধু নির্বাচনে সতর্ক থাকা  
গীবত শোনা থেকে বিরত থাকা  
নিজের দুর্বলতা ভুলে না গিয়ে আল্লাহর ভয় রাখা  
গীবত আত্মার ব্যাধি কারণ এটি অন্তরের রোগ থেকে আসে এবং আত্মাকে কেড়ে নেয়  
আল্লাহর সন্তুষ্টি ও জান্নাতের অধিকার।

## ২৭। গীবত কখন জায়েজ?

ইসলামি শরিয়তে গীবত সাধারণত হারাম ও কবীরা গুনাহ হলেও, ৬টি বিশেষ পরিস্থিতিতে গীবত করা জায়েজ (বৈধ) বলে বিবেচিত হয় ❖। নিচে বিস্তারিত দেওয়া হলো:

৬টি পরিস্থিতি যেখানে গীবত করা জায়েজ

১। জুলুম থেকে নিজে বাঁচতে

নিজের ওপর অত্যাচার হলে জালিমের কাছে এমন ব্যক্তির কাছে গীবত করা জায়েজ, যে অত্যাচার বন্ধ করতে পারবে ❖। উদাহরণ: কারো অত্যাচারে পিষ্ট হয়ে বিচারক বা প্রশাসনে অভিযোগ করা ❖

২। খারাপ কাজ বন্ধ করার জন্য সাহায্য চেয়ে

এমন ব্যক্তির কাছে গীবত করা জায়েজ, যে খারাপ কাজ বন্ধ করার ক্ষমতা রাখে (বিচারক, পুলিশ, অভিভাবক) ❖। উদাহরণ: বিদ্রোহী সন্তানের বাপামাকে জানানো ❖

৩। শরিয়ি ফতোয়া জানতে

ইসলামি সমস্যার সমাধান জানার জন্য গীবত করে মূল বিষয় উপস্থাপন করা জায়েজ ❖। উদাহরণ: "অমুক ব্যক্তি আমার ওপর জুলুম করেছে, আমার কি তাকে আঘাত করা জায়েজ?" ❖

৪। সাধারণ মুসলমানদের ধোঁকা ও প্রতারণা থেকে বাঁচতে

সাক্ষী, হাদিস বর্ণনাকারী, লেখক, বক্তা, পণ্ডিতের দোষ জনসম্মুখে বলা জায়েজ, যাতে মানুষ তার ধোঁকা থেকে বাঁচতে পারে ❖। উদাহরণ: বিদআতি, ফাসিক আলেমের ভ্রান্ত চিন্তা তুলে ধরা ❖

৫। প্রকাশ্যে গর্হিত কাজকারী সম্পর্কে জানাতে

প্রকাশ্যে মদ খাওয়া, বিদআত করা, ফাসিকী করা ব্যক্তির অপকর্ম বর্ণনা করা জায়েজ, যাতে অন্যরা বিভ্রান্ত না হয় ❖। উদাহরণ: কেউ প্রকাশ্যে মদ খায়, তবে তার সম্পর্কে বলা জায়েজ ❖

৬। পরিচয় প্রকাশ করতে

কেউ যদি এই নামে প্রসিদ্ধ হয় (যেমন: কানা, খুঁজা, লম্বা), তবে পরিচয় দেওয়ার জন্য এটি বলা জায়েজ ❖। উদাহরণ: "কানা অমুক" বললে সবাই চিনে ফেলে, তখন এটি বলা বৈধ ❖

## ২৮। যেসব মানুষের গীবত জায়েজ

কোনো ব্যক্তি যদি ধর্মীয় ক্ষেত্রে মানুষের কাছে অনুসরণীয় ব্যক্তি হয়, আর তার দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তাচেতনা ভ্রান্ত হয়, তাহলে মানুষের সামনে তার ভ্রান্ত চিন্তা তুলে ধরা যাবে, যাতে মানুষ ওই ব্যক্তির বিভ্রান্তিপূর্ণ চিন্তাচেতনার শিকার হয়ে পথভ্রষ্ট না হয়। এটা শরিয়তের দৃষ্টিতে গিবত হবে না।

বরং মানুষের দ্বিনের হেফাজতের জন্য ভারসাম্য বজায় রেখে ঝগড়া-বিবাদ থেকে বেঁচে থেকে, পরিবেশ-পরিস্থিতি ও সর্বসাধারণের কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য করে সেই ব্যক্তির বিভ্রান্তিমূলক চিন্তাধারা সম্পর্কে আলোচনা করা এক গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় প্রয়োজন।

ইমাম নববী (রহ.) 'রিয়াজুস সালাহিন' কিতাবে এবং ইমাম গাজ্জালি (রহ.) 'ইহইয়া' কিতাবে লিখেছেন, ধর্মীয় উদ্দেশ্যে একজন মৃত বা জীবিত ব্যক্তির গিবত করা বৈধ, বিশেষত যখন এ ছাড়া বিকল্প কোনো পথ থাকে না।

আর ছয় স্থানে এই বৈধতা দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে চতুর্থ নম্বর হলো, কোনো ব্যক্তির অনিষ্ট থেকে মুসলমানদের হেফাজত করা এবং তাদের নসিহত করা।

আর পঞ্চম নম্বর হলো, যদি সেই ব্যক্তি নিজেই নিজের বিদআত প্রকাশ করে, তাহলে শুধু ততটুকুই মানুষের সামনে বলা যাবে, যতটুকু ওই ব্যক্তি প্রকাশ করেছে। এর বেশি তার কোনো দোষত্রুটি নিয়ে আলোচনা করবে না।

এ ছাড়া এ বিষয়ে প্রমাণ রয়েছে, মাওসুয়াহ ফিকহিয়া কুয়েতিয়াহর ৩১ নম্বর খণ্ডের ৩৩৫ ও ৩৩৬ পৃষ্ঠায়। আদুররুল মুখতারেও এ সম্পর্কিত প্রমাণ রয়েছে। (খণ্ড : ৯, পৃষ্ঠা-৫৮৬ ও ৫৮৬, মাকতাবায়ে জাকারিয়া, দেওবন্দ)

ফকিহ আবুল লাইস সমরকন্দি ‘তাম্বিহুল গাফিলিন’ কিতাবে লিখেছেন, গিবত চার ধরনের। এর মধ্যে একটি বৈধ মুবাহ তথা শরিয়ত কর্তৃক অনুমোদিত। আর তা হলো, যে ব্যক্তি নিজের ভ্রান্ত বিশ্বাসের কথা প্রকাশ্যে বলে অথবা বিদআতের সঙ্গে জড়িত। সুতরাং যদি ফাসেকের ব্যাপারে মানুষকে সতর্ক করার উদ্দেশ্যে কিছু বলে, তা গিবত তো হবেই না, বরং বক্তব্যদাতাকে বিশেষ সম্মান দান করবে। [ফতোয়া দেওয়ার তারিখ : ৭ এপ্রিল ২০১৯] (সংক্ষেপিত)

যে ছয়টি কারণে গিবত করা জায়েজ

**এক.** জুলুম থেকে নিজে বাঁচতে, অন্যকে বাঁচাতে জালিমের ব্যাপারে এমন ব্যক্তির কাছে গিবত করতে পারবে, যে একে প্রতিহত করতে পারবে।

**দুই.** খারাপ কাজ বন্ধ করার জন্য সাহায্য চাইতে এমন ব্যক্তির কাছে গিবত করতে পারবে, যে তা বন্ধ করার ক্ষমতা রাখে।

**তিন.** কোনো বিষয় সম্পর্কে ইসলামী বিধান জানতে গিবত করে মূল বিষয় উপস্থাপন করা জায়েজ আছে। যেমন—এ কথা বলা যে অমুক ব্যক্তি আমাকে আঘাত করেছে, আমার জন্য কি তাকে আঘাত করা জায়েজ? ইত্যাদি।

**চার.** সাধারণ মুসলমানদের ধোঁকা ও প্রতারণা থেকে বাঁচাতে গিবত করা জায়েজ। যেমন—সাক্ষ্য সম্পর্কে, হাদিস ও ইতিহাস বর্ণনাকারী সম্পর্কে, লেখক, বক্তা প্রমুখ সম্পর্কে জনসমক্ষে বলা বৈধ, যাতে মানুষ তার ধোঁকা ও মিথ্যাচার থেকে বাঁচতে পারে।

**পাঁচ.** প্রকাশ্যে যদি কেউ গর্হিত কাজ করে, তাহলে তার অপকর্ম এমন ব্যক্তির কাছে বর্ণনা করা যায়, যারা এর দ্বারা বিভ্রান্ত হওয়া থেকে বাঁচতে পারে। যেমন—কেউ প্রকাশ্যে মদ খায়, তাহলে মানুষের সামনে তার সম্পর্কে বলা জায়েজ। যেন এমন খারাপ কাজ করতে ভবিষ্যতে কেউ সাহস না করে।

ছয়. কারো পরিচয় প্রকাশ করতে তার গিবত করা যায়, যদি সে এই নামে প্রসিদ্ধ হয়। যেমন—কেউ কানা। তার পরিচয় দেওয়া দরকার। কিন্তু কানা বললেই সবাই চিনে ফেলে। তখন কানা বলা বাহ্যিক দৃষ্টিতে গিবত হলেও এটা বলা বৈধ। এতে গিবতের গুনাহ হবে না। (তাফসিরে রুহুল মাআনি : ১৪/২৪২, সূরা : হুজরাত, আয়াত : ১২)

## ২৯। বিচারকের কাছে অভিযোগের সময় গীবতের সীমা

বিচারকের কাছে অভিযোগ করার সময় গীবতের সীমা হলো: যতটুকু বললে বিচারক নিজেকে ন্যায়পূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন—ততটাই বৈধ, এর বেশি বলা হারাম ❖।

বিচারকের কাছে অভিযোগের ক্ষেত্রে গীবতের সীমা

১। প্রয়োজনীয় পরিসর

কেবল যতটুকু বললে বিচারক ন্যায় পাইয়ে দিতে পারবেন, ততটুকু বলা

২। সীমা অতিক্রম করলে

প্রয়োজনের বাইরে অতিরিক্ত বিবরণ, ব্যক্তিগত কুৎসা, বা অন্য অপরাধের কথা বলায় গুনাহ হবে।

৩। যা বলা যাবে

শুধুমে জুলুমের প্রকৃতি, সময়, স্থান, প্রমাণ এবং কীভাবে ন্যায় পাইয়ে দেওয়া সম্ভব।

৪। যা বলা যাবে না

- অপ্রাসঙ্গিক দোষ- ব্যক্তিগত কুৎসা- পুরনো অপ্রমাণিত অভিযোগ- প্রয়োজনের অতিরিক্ত বিবরণ।

৫। নিয়ত

সঠিক নিয়ত হতে হবে: নেতৃত্বের জন্য ন্যায় আদায় করা, কাউকে হেয় করা নয়।

### গুরুত্বপূর্ণ শর্তসমূহ ❖

বিচারকের ক্ষমতা থাকতে হবে — যে বিচারকের কাছে অভিযোগ করবেন, তার সেই জুলুম বন্ধ করার ক্ষমতা থাকতে হবে।

প্রমাণ থাকতে হবে — অভিযোগের সমর্থনে প্রমাণ থাকলে ভালো।

সীমার মধ্যে থাকা — যতটুকু বললে বিচারক ন্যায় দিতে পারবেন, কেবল ততটুকু বলা।

নিয়ত খালেহ — ন্যায়ের জন্য নালিশ, কাউকে হেয় করার জন্য নয়।

বিকল্প না থাকা — গীবতের মাধ্যমেই যদি ন্যায় পাওয়া যায়, অন্য উপায়ে না হয় ❖

একজন জালেমের মতামত ❖

"মজলুম ব্যক্তি জালেমের বিরুদ্ধে শাসক, বিচারক অথবা এমন কারো কাছে অভিযোগ করতে পারে যে তাকে জালেম ব্যক্তির বিরুদ্ধে ন্যায় পাইয়ে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে।"

❖

আল্লাহ আমাদের সীমার মধ্যে থেকে ন্যায় অর্জনের তাওফিক দান করুন।

### ৩০। গীবতকারীকে সংশোধন করার কার্যকরী উপায়

গীবতকারীকে সংশোধন করার কার্যকর উপায়গুলো নিচে বিস্তারিত দেওয়া হলো:

গীবতকারীকে সংশোধন করার কার্যকর উপায় ❖

১. গীবতকারীকে সতর্ক করা

গীবতকারীকে গীবতের ভয়াবহতা ও শাস্তির কথা সতর্কভাবে বোঝানো ❖

২. গীবতের আদব শেখানো

গীবতের সংজ্ঞা ও শরয়ি বিধান শেখানো, এটি হারাম ও কবীরা গুনাহ ❖

৩. গীবতকারীর অনুতপ্ত হওয়া নিশ্চিত করা

গীবতকারী অন্তরে অনুতপ্ত হয়েছে কিনা তা নিশ্চিত করা, বুঝতে হবে যে এটি গুনাহ হয়েছে ❖

৪. ভবিষ্যতে আর গীবত না করার দৃঢ় সংকল্প

গীবতকারীকে ভবিষ্যতে আর গীবত না করার দৃঢ় সংকল্প করতে বলা ❖

৫। তওবা করা

গীবতকারীকে খাঁটি অন্তরে তওবা করতে বলা ❖

৬। যার গীবত করা হয়েছে তার কাছে ক্ষমা চাওয়া

গীবতকারীকে তার কাছে গিয়ে ক্ষমা চাইতে বলা; যদি সম্ভব হয় তবে এটিই

উত্তম ❖

৭. সরাসরি না বললে দোয়া ও ভালো কথা বলা

সরাসরি বলার কারণে যদি সম্পর্কের ক্ষতি হয়, তাহলে সরাসরি না বলে তার জন্য দোয়া করা ও ভালো কথা বলা উত্তম ❖

৮. তাকে না পাওয়া গেলে

তার জন্য দোয়া করা, ইস্তিগফার করা, ভালোভাবে স্মরণ করা ও প্রশংসা করা, দান-ছাদাক্বাহ করা ❖

৯. নিজের দোষ খোঁজা

গীবতকারীকে নিজের দোষগুলো খুঁজতে বলা, নিজেকে সংশোধন করতে বলা ❖

১০. আত্মসমালোচনা

গীবতকারীকে আত্মসমালোচনা করতে বলা, প্রতিদিন ১০ মিনিট নিজের আমল নিয়ে ভাবতে বলা ❖

গীবতকারীকে সংশোধনের বিশেষ কৌশল ❖

গীবতকারীর করণীয় (৩টি মূল ধাপ):

১. খাঁটি অন্তরে তওবা করা ❖

২. অনুতপ্ত হওয়া (বুঝতে হবে যে এটি গুনাহ হয়েছে)

৩. ভবিষ্যতে আর গীবত না করার দৃঢ় সংকল্প করা

আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া

যার গীবত করা হয়েছে তার কাছে ক্ষমা চাওয়া ❖

সম্ভব হলে সরাসরি গিয়ে ক্ষমা চাওয়া

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: "যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের (অধিকার) ওপর যুল্ম করেছে, সে যেন আজই তার কাছে ক্ষমা চায়, এমন সময় আসার আগে, যখন তার কাছে কোন দিরহাম-দীনার থাকবে না" ❖

যদি তাকে না পাওয়া যায় ❖

তার জন্য দোয়া করা

ইস্তিগফার বা আল্লাহর কাছে তার জন্য ক্ষমা চাওয়া

তাকে ভালোভাবে স্মরণ করা ও তার প্রশংসা করা

তার জন্য দান-ছাদাকাহ করা

গীবতকারীকে সংশোধনের সময় সতর্কতা ❖

সরাসরি বলার কারণে যদি সম্পর্কের ক্ষতি হয়, তাহলে সরাসরি না বলে তার জন্য দোয়া করা ও ভালো কথা বলা উত্তম ❖

ইমাম নববী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন: "যদি গীবত করা ব্যক্তি জীবিত থাকে কিন্তু তার কাছে যাওয়া সম্ভব না হয়, তাহলে তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবে এবং তার ভালো দিকগুলো মানুষের সামনে তুলে ধরবে" ❖

নিজেকে সংশোধন করার উপায় ❖

ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর (রহ.) বলেছেন:

প্রতিদিন মাত্র ১০ মিনিট নিজের আমল নিয়ে ভাবা sufficient ❖

নিজের ভুল সংশোধন করার চেয়ে অন্যের দোষ খুঁজে বের করতে বেশি ব্যস্ত থাকি — এই অভ্যাস পরিবর্তন করতে হবে ❖

আল্লাহ আমাদের সবাইকে গীবত থেকে বেঁচে থাকার ও সংশোধনের তাওফিক দান করুন। আমীন।

## ৩১। গীবত সম্পর্কে ইমাম গাজ্জালীসহ কতিপয় মনীষীদের গুরুত্বপূর্ণ অভিমত

গীবত সম্পর্কে ইমাম গাজ্জালি ও কতিপয় মনীষীদের গুরুত্বপূর্ণ অভিমত নিচে দেওয়া হলো:

ইমাম গাজ্জালির (রহ.) অভিমত -

### ১. গীবতের প্রকৃতি

গীবত জিহ্বার সবচেয়ে বিধ্বংসী রোগ অন্যের অনুপস্থিতিতে তার এমন কোনো দোষ আলোচনা করা, যা শুনলে সে কষ্ট পাবে।

### ২. কুরআনের উপমা

একে পবিত্র কোরআনে মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়ার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে (সূরা হুজুরাত: ১২)।

### ৩. নেক আমল নষ্ট হয়

ইমাম গাজ্জালির মতে, যারা গীবতে লিপ্ত হয়, তারা মূলত নিজেদের নেক আমলগুলো অন্যের আমলনামায় পাঠিয়ে দেয়।

#### ৪. মৌনতাই উত্তম

ইমাম গাজ্জালি মনে করেন, জিহ্বা নিয়ন্ত্রণের প্রধান উপায় হলো 'মৌনতা' বা প্রয়োজন ছাড়া কথা না বলা।

#### ৫. মৌনতার গুরুত্ব

তিনি বলেন, "যে চুপ থাকে, সে মুক্তি পায়" (সুনানে তিরমিজি, হাদিস: ২৫০১)।

#### ৬. চুপ থাকাই ইবাদত

জিহ্বা যদি ভালো কথা না বলে, তবে তাকে চুপ রাখাই শ্রেষ্ঠ ইবাদত।

### ❖ ইমাম নববী (রহ.)-এর অভিমত -

#### ১. গীবতের সংজ্ঞা

"গীবত হচ্ছে মানুষের মধ্যে বিদ্যমান দোষ-ত্রুটি নিয়ে আলোচনা করা, যা সে অপসন্দ করে"।

#### ২. দোষ-ত্রুটির প্রকারভেদ

চাই সেই দোষ-ত্রুটির সম্পর্ক তার দেহ-সৌষ্ঠব, দীনদারিতা, দুনিয়া, মানসিকতা, আকৃতি, চরিত্র, ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি, পিতামাতা, স্ত্রী, চাকর-বাকর, পাগড়ি, পোষাক, চলাফেরা, ওঠা-বসা, আনন্দ-ফুর্তি, চরিত্রহীনতা, রূঢ়তা, প্রফুল্লতা-স্বেচ্ছাচারিতা বা অন্য যেকোন কিছুর সাথেই হোক না কেন।

#### ৩. গীবতের প্রকারভেদ

এসবের আলোচনা আপনি মুখে বলে, লিখে, আকার-ইঙ্গিতে, চোখের ইশারায়, হাত দিয়ে, মাথা দুলিয়ে বা অন্য যেকোন উপায়েই করুন না কেন, তা গীবত।

#### ৪. সত্য বনাম মিথ্যা

কারো মধ্যে যদি সত্যিকারার্থেই কোন দোষ-ত্রুটি থাকে, আর সেটা নিয়ে আলোচনা করা যদি তিনি অপসন্দ করেন, তাহ'লে সেই সত্য কথাটা অপরকে বলে দেওয়ার নামই হ'ল গীবত বা পরনিন্দা।

#### ৫. অপবাদ (বুহতান)

আর যদি সেই দোষ তার ভিতর না থাকে, তবে সেটা 'বুহতান' বা অপবাদ।

❖ অন্যান্য মনীষীদের অভিমত

ইমাম হায়তামী (রহ.) ❖

"নিরুপায় হয়ে গেলে বেঁচে থাকার তাকীদে যেমন সাময়িকভাবে মৃত প্রাণী ও শূকরের গোশত খাওয়া জায়েয, ঠিক তেমনি প্রয়োজনে গীবত করা জায়েয।"

ইমাম আবুদুল হাই লাখনাবী (রহ.)

গীবত একটি অতিক্রম করলে মরণ ব্যাধি

গীবতের রোগ মরণ ব্যাধি ক্যান্সার অপেক্ষাও ভয়াবহ

ক্যান্সার মানুষের শরীর নিঃশেষ করে দেয়, আর গীবত কর্মফল ধ্বংস করে দেয়

আব্দুল্লাহ আল-মা'রুফ এর অভিমত

১. গীবত একটি ভয়াবহ কবীরা গুনাহ।

২. গীবতের মাধ্যমে অপর ভাইয়ের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়।

৩. গীবত অতীব ভয়ংকর গুনাহ। কিন্তু দুই ধরনের গীবত আরো বেশী ভয়াবহ: (১)

আলেম-ওলামার গীবত (২) মৃত মানুষের গীবত।

৪. গীবত দুনিয়া ও আখিরাত উভয়টাই মারাত্মক এবং দ্বীন-দুনিয়ায় ক্ষতির কারণ।

অন্যান্য মনীষীদের মতামত-

১. হযরত থানবী (রহ.)

কোন ব্যক্তি যদি কারো গীবত করে ফেলে, তখন শ্রোতাদের উচিত গীবতকারী ব্যক্তিকে গীবত বা পরনিন্দা থেকে বিরত রাখা।

২. ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর (রহ.)

আমাদের জীবনের সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো আমরা নিজেদের ভুল সংশোধন করার চেয়ে অন্যের দোষ খুঁজে বের করতে বেশি ব্যস্ত থাকি।

৩. আব্দুল্লাহ আল-মা'রুফ

গীবত দুরারোগ্য ব্যাধির ন্যায়। গীবতের রোগ মরণ ব্যাধি ক্যান্সার অপেক্ষাও ভয়াবহ

❖

৪. সামাজিক বিশ্লেষণ

গীবত নীরব ঘাতকের মতো। বান্দার অজান্তেই এটা তার নেকীর ভান্ডার নিঃশেষ করে দেয় এবং তাকে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করে ছাড়ে।

মনীষীদের সর্বসম্মত অভিমত -

গীবত কবীরা গুনাহ — মদ্যপান, চুরি, ব্যভিচারের চেয়েও নিকৃষ্টতম ।

নেক আমল নষ্ট হয় — গীবতকারীর নেক আমল চলে যায় ।

তওবায় মাফ হয় না — শুধু তওবায় মাফ হয় না, ক্ষমা চাইতে হবে ।

মৌনতা শ্রেষ্ঠ — প্রয়োজন ছাড়া কথা না বলাই উত্তম ।

আত্মসমালোচনা — নিজের দোষ খোঁজা, অন্যের দোষ খোঁজা নয় ।

আল্লাহ আমাদের সবাইকে গীবত থেকে হেফাজত করুন । আমীন ।

## ৩২। ইমাম গাজ্জালির মতে জিহ্বা নিয়ন্ত্রণের বিশেষ আমল

ইমাম গাজ্জালির (রহ.) মতে জিহ্বা নিয়ন্ত্রণের বিশেষ আমলসমূহ নিচে বিস্তারিত দেওয়া হলো:

ইমাম গাজ্জালির মতে জিহ্বা নিয়ন্ত্রণের বিশেষ আমলসমূহ 

১. জিহ্বা নিয়ন্ত্রণের প্রধান উপায় হলো 'মৌনতা' বা প্রয়োজন ছাড়া কথা না বলা ।

২. তিনি বলেন: "যে চুপ থাকে, সে মুক্তি পায়" (সুনানে তিরমিজি, হাদিস: ২,৫০১) ।

৩. জিহ্বা যদি ভালো কথা না বলে, তবে তাকে চুপ রাখাই শ্রেষ্ঠ ইবাদত ।

৪. চুপ থাকা শয়তান থেকে রক্ষা পাওয়ার প্রেসক্রিপশন ।

জিহ্বার ৮টি বিপদ থেকে হিফাজত করা ।

ইমাম গাজ্জালি আটটি বিশেষ বিষয় থেকে জিহ্বাকে হিফাজত করার পরামর্শ দিয়েছেন:

১. যারা গীবতে লিপ্ত হয়, তারা মূলত নিজেদের নেক আমলগুলো অন্যের আমলনামায় পাঠিয়ে দেয় ।

২. মিথ্যা বলা থেকে জিহ্বাকে মুক্ত রাখা ।

৩. অপ্রয়োজনে শপথ না করা এবং শপথ ভঙ্গ না করা ।

৪. অশ্লীল কথা, কটু গালি বা নিরর্থক আড্ডা যেখানে কেবল পাপের আলোচনা হয়, তা থেকে জিহ্বাকে মুক্ত রাখা একান্ত জরুরি ।

৫. অপ্রয়োজনীয় বিতর্ক ও তর্কালাপ মানুষের হৃদয়ে কঠোরতা তৈরি করে এবং অন্যের প্রতি বিদ্বেষ জন্মায় ।

৬. নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য অন্যের ভুল ধরা বা জেদ ধরে তর্ক করা জিহ্বার একটি অপব্যবহার।

৭. একটি কটু কথা ধ্বংস করে দিতে পারে বহু বছরের পুরোনো সম্পর্ক।

৮. নিরর্থক আড্ডা যেখানে কেবল পাপের আলোচনা হয়, তা থেকে জিহ্বাকে মুক্ত রাখা।

৩. মন ও জবান নিয়ন্ত্রণ করা।

"মানবজীবনের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব হচ্ছে তার 'মন এবং জবানকে' নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখতে সমর্থ হওয়া"।

জিহ্বা জান্নাতের চাবিকাঠি নাকি জাহান্নামের পথ—এটিই ঠিক করবে।

৪. জিকির ও ইস্তেগফার করা।

জিকিরের মাধ্যমে জিহ্বাকে সজীব রাখা।

গীবত করতে মনে চাইলে বেশি বেশি

ইস্তেগফার করা। গিবত করা হারাম এবং কবিরার গোনাহ। গিবতের মাধ্যমে আল্লাহর হক ও বান্দার হক দুটিই নষ্ট করা হয়। মানবজীবনে পরনিন্দা ও পরচর্চা পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টি হয়, বিদ্বেষ জন্মে ও সমাজের শান্তিশৃঙ্খলা নষ্ট হয়। তাই গিবত পরিত্যাগ করা অত্যন্ত জরুরি। হাদিস শরিফে এসেছে, 'তোমরা গিবত বা পরনিন্দা করা থেকে বেঁচে থাকবে। কারণ, তাতে রয়েছে তিনটি মারাত্মক ক্ষতি ১. গিবতকারীর দোয়া কবুল হয় না। ২. গিবতকারীর কোনো নেক আমল কবুল হয় না এবং ৩. আমলনামায় তার পাপ বৃদ্ধি হয়ে থাকে। (বোখারি)।

আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'হে ঈমানদাররা! তোমরা একে অপরের পেছনে নিন্দা করো না। তোমাদের কেউ কী স্বীয় মৃত ভাইয়ের গোশত ভক্ষণ করতে পছন্দ করবে? বস্তুত তোমরা তা একেবারেই ঘৃণাই করো। (সূরা, হুজরাত : আয়াত ১২)।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'আমার প্রতিপালক যখন আমাকে মিরাজে নিয়েছিলেন, তখন আমি এমন একশ্রেণির মানুষের কাছ দিয়ে যাচ্ছিলাম; যাদের নখগুলো ছিল পিতলের নখের মতো। যা দ্বারা তারা নিজেদের চেহারা ও বুক খামচাচ্ছিল।' আমি এ লোকগুলোর ব্যাপারে হজরত জিব্রাইল আলাইহিস সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, 'এরা সেই সব ব্যক্তি, যারা দুনিয়াতে মানুষের গোশত

খেতো এবং তাদের ইজ্জত নিয়ে ছিনিমিনি খেলত।’ (মিশকাত) আর মানুষের গোশত খাওয়ার মানে হলো অন্যের গিবত করা।

যে ব্যক্তি অপর মুসলমানের দোষ অনুসন্ধান করে আল্লাহ তার দোষ অনুসন্ধান করেন। আল্লাহ যার দোষ অনুসন্ধান করেন, তাকে লাঞ্ছিত ও অপমানজনক শাস্তি দেবেন।’ (তিরমিজি)।

গিবত থেকে বাঁচার জন্য করণীয় :

১) হজরত থানবী (রহ.) বলেন, কারও গিবত করে ফেললে যার গিবত করা হয়েছে তার কাছে গিয়ে জানাবে যে, আমি আপনার গিবত করে ফেলেছি। আমাকে মাফ করে দিন।

২) অন্যের ব্যাপারে মুখ খোলার আগে চিন্তা করা যে, যা বলতে যাচ্ছি তাতে গোনাহ হবে না তো?

৩) অন্যের ব্যাপারে পারতপক্ষে ভালো কথা বলা, ভালো ধারণা করা, অন্যথায় চুপ থাকা।

৪) মেয়েদের গিবত রোগের বড় চিকিৎসা হলো, এক স্থানে অনেকজন একত্রিত না হওয়া। কেন না, তারা বাড়িতে একাকী থাকলে গিবত হয় না। কিন্তু যেই বাইরে যান বা বাড়িতে অন্য মেয়েরা আসেন তখনই গিবত-শেকায়েত শুরু হয়।

৫) ভালো কথাও বেশি না বলা। কেন না, ভালো কথা দীর্ঘ হলে মাঝেমধ্যে অসতর্কতাবশত দোষ বের হয়ে যায়।

৬) অপরকে সব সময় নিজের থেকে ভালো মনে করা। ফলে অন্যের দোষ চোখে পড়বে না আর তার গিবতও হবে না।

৭) পরচর্চা না করে নিজের দোষগুলো খোঁজা, আত্মসমালোচনা করা।

৮) যে ব্যক্তি গিবতে অভ্যস্ত, তার কাছে না যাওয়া। গেলেও গিবত করার সুযোগ না দেওয়া।

৯) গিবত করতে মনে চাইলে গিবতের দুনিয়াবি ও পরকালীন পরিণতি সম্পর্কে চিন্তা করা এবং বেশি বেশি ইস্তেগফার করা। আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে গিবত থেকে বেঁচে থাকার তৌফিক দান করুন আমিন।

খাঁটি অন্তরে তওবা করা।

৫. নিজের দোষ খোঁজা।

নিজের দোষগুলো খুঁজতে বলা, আত্মসমালোচনা করা।

৬. ভালো কথা বলা ❖

ইমাম গাজ্জালির বিশেষ উপদেশ ❖

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর হাদিসের সমর্থন ❖

"হে মুয়াজ, তোমার মা তোমাকে হারিয়ে ফেলুক। মানুষকে তো শুধু জিহ্বার উপার্জনের কারণেই অধঃমুখে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।" (তিরমিজি : ২৬১৬)।

"যে ব্যক্তি তার জিহ্বা ও লজ্জাস্থানের হেফানতের গ্যারান্টি দেবে, আমি তাকে জান্নাতের গ্যারান্টি দেব।" ❖

আল্লাহ আমাদের জিহ্বা নিয়ন্ত্রণ করার তাওফিক দান করুন। আমীন।

### ৩৩। গীবত সম্পর্কিত কিছু বাস্তব ও শিক্ষণীয় ঘটনা দেওয়া হলো:

১. হজরত আয়েশা (রা.)-এর ঘটনা

একবার হজরত আয়েশা (রা.) রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে অন্য একজন স্ত্রী (হজরত সাফিয়া রা.) সম্পর্কে ইঙ্গিত করে বলেছিলেন যে, "সাফিয়া তো এমন বা বেঁটে।" তখন প্রিয় নবী (সা.) অত্যন্ত ব্যথিত হয়ে বলেছিলেন, "আয়েশা! তুমি এমন একটি কথা বললে, যা যদি সমুদ্রের পানিতে মিশিয়ে দেওয়া হয়, তবে সমুদ্রের পানিও দুর্গন্ধযুক্ত ও নষ্ট হয়ে যাবে"।

২. মৃত খচ্চর ও সাহাবিদের ঘটনা

এক সফরে সাহাবি আমর ইবনুল আছ (রা.) ও তাঁর সঙ্গীরা একটি দুর্গন্ধযুক্ত ফোলা মৃত খচ্চরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তিনি সঙ্গীদের বললেন, "তোমরা কি জানো, এই মৃত খচ্চরের গোশত পেট ভরে খাওয়া ভালো, নাকি অন্য কোনো মুসলমান ভাইয়ের গীবত করা ভালো?" সাহাবিরা উত্তর দিলেন, "অবশ্যই গীবত করার চেয়ে এটি খাওয়া ভালো।" এ থেকে তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, গীবত করা মৃত প্রাণীর পচা মাংস খাওয়ার চেয়েও জঘন্য।

৩. গীবত ও সুগন্ধির ঘটনা

হজরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) মিরাজের রাতে এমন কিছু লোকের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন যাদের নখগুলো ছিল তামার। সেগুলো দিয়ে তারা নিজেদের মুখ

ও বক্ষ নিজেই ছিঁড়ছিল। জিবরাইল (আ.)-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি জানান, এরা হলো সেই সব মানুষ যারা দুনিয়াতে মানুষের গীবত করত এবং মানহানি করত।

### ৩৪। গীবত সম্পর্কে প্রশ্নোত্তর

১.প্রশ্ন : কেউ যদি কারো গীবত, নিন্দা, সমালোচনা করে ফেলে এবং পরে যদি সে অনুতপ্ত হয় যে, আমি ঠিক করিনি। তখন যার গীবত করা হয়েছে তার কাছে যদি সে ক্ষমা চাইতে চায়, কিন্তু যার গীবত করেছে তাকে যদি না পায়, তাহলে আল্লাহর কাছে সে কিভাবে ক্ষমা চাইবে?

উত্তর : গীবত বা পরনিন্দা করা ইসলামে হারাম। আল্লাহ বলেন, وَلَا يَغْتَبِ بَعْضُكُم بَعْضًا ۖ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ চায় যে, সে তার মৃত ভাইয়ের গোশত খাবে? অথচ তোমরা তো একে ঘৃণা করো! (সূরা আল-হুজুরাত: ১২)। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, ‘তুমি কি জান গীবত কী? ছাহাবীরা বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ﷺ)-ই ভালো জানেন। তিনি বললেন, তোমার ভাই সম্পর্কে এমন কিছু বলা, যা সে অপসন্দ করে। লোকেরা বলল, যদি সত্যিই আমার ভাইয়ের মধ্যে সেই দোষ থাকে? তিনি বললেন, যদি তার মধ্যে সেই দোষ থাকে, তবে সেটাই গীবত। আর যদি তার মধ্যে না থাকে, তবে তা অপবাদ (বুহতান)’ (ছহীহ মুসলিম, হা/২৫৮৯)। যদি কেউ গীবত করে ফেলে, তাহলে তার করণীয় হলো:

১. খাঁটি অন্তরে তওবা করা। তওবা করার জন্য নিম্নোক্ত শর্তগুলো পূরণ করতে হবে। যথা: (ক) অনুতপ্ত হওয়া বুঝতে হবে যে, এটি গুনাহ হয়েছে। (খ) ভবিষ্যতে আর গীবত না করার দৃঢ় সংকল্প করা। (গ) আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া।

২. যার গীবত করা হয়েছে, তার কাছে ক্ষমা চাওয়া (যদি সম্ভব হয়)। যদি আপনি তার কাছে গিয়ে সরাসরি ক্ষমা চাইতে পারেন, তাহলে সেটিই উত্তম। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের (অধিকার) ওপর যুল্ম করেছে, সে যেন আজই তার কাছে ক্ষমা চায়, এমন সময় আসার আগে, যখন তার কাছে কোন দিরহাম-দীনার থাকবে না’ (ছহীহ বুখারী, হা/২৪৪৯)। তবে সরাসরি বলার কারণে যদি

সম্পর্কের ক্ষতি হয়, তাহলে সরাসরি না বলে, তার জন্য দু'আ করা ও ভালো কথা বলা উত্তম।

৩. যদি তাকে না পাওয়া যায়, তাহলে তার জন্য দু'আ করা, তার জন্য ইস্তিগফার বা আল্লাহর কাছে তার জন্য ক্ষমা চাওয়া, তাকে ভালোভাবে স্মরণ করা ও তার প্রশংসা করা, তার জন্য দান-ছাদাক্বাহ করা, যেন তার প্রতি করা অন্যায়ের কাফফারা হয়। ইমাম নববী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'যদি গীবত করা ব্যক্তি জীবিত থাকে কিন্তু তার কাছে যাওয়া সম্ভব না হয়, তাহলে তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবে এবং তার ভালো দিকগুলো মানুষের সামনে তুলে ধরবে' (রিয়াদুছ ছালিহীন)।

## ৩৫। জবান তথা জিহ্বার নিয়ন্ত্রণ করা গীবত থেকে বাঁচার অন্যতম উপায়

জবানের সদ্ব্যবহার মানবীয় মহৎ গুণগুলোর অন্যতম। এর ইহকালীন ও পরকালীন বহুবিধ উপকারিতা রয়েছে। সংযত ব্যবহারগুলো কল্যাণের আধার। যারা জবানের সদ্ব্যবহার করে, তারা সুখময় জীবন লাভ করে। সফলতা তাদের পদচুম্বন করে। সবখানে তারা বরিত ও সমাদৃত হয়। বাকশক্তি আল্লাহতায়ালায় অমূল্য নেয়ামত। এ নেয়ামতকে কাজে লাগিয়ে মানুষ অর্জন করতে পারে ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তি। পক্ষান্তরে এর অপব্যবহার উভয় জাহানে ডেকে আনে ভয়াবহ বিপদ, ঘোর অমানিশা, বিষাদময় জীবন। সামাজিক অবক্ষয়, পারিবারিক কোন্দল, পরস্পর হিংসা-বিদ্বেষ ও বিয়ে বিচ্ছেদের মতো অপ্রীতিকর বিষয়াদির যেসব কারণ রয়েছে, তার সিংহভাগ হচ্ছে জিহ্বার অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার, বাকশক্তির অপব্যবহার। লাগামহীন কথাবার্তা ও অনর্থ আলাপচারিতা থেকে এসবের সূত্রপাত ঘটে।

জবান মানব দেহের অনুসৃত অঙ্গ : জিহ্বা মানবদেহের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। আর শরীরের অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ জিহ্বার অনুগামী ও অনুসারী হয়। জিহ্বার ব্যবহার ভালো হলে অন্যান্য অঙ্গের আচরণও ভালো হয়। রাসুল (সা.) বলেন, 'আদম সন্তান যখন সকালে উপনীত হয়, তখন তার সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ জিহ্বাকে অত্যন্ত বিনীতভাবে নিবেদন করে যে, তুমি আমাদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো। কারণ, আমাদের ব্যাপারসমূহে তোমার সঙ্গেই সম্পৃক্ত। যদি তুমি সোজা সরল থাকো, তাহলে আমরাও সোজা সরল

থাকব। আর যদি তুমি বক্রতা অবলম্বন করো, তাহলে আমরাও বেঁকে বসব।’ (তিরমিজি : ২৪০৭)।

জিহ্বা সর্বাধিক ভয়ংকর বস্তু : সুফিয়ান ইবনে আবদুল্লাহ আস সাকাফি (রা.) সূত্রে বর্ণিত; তিনি বলেন, আমি বললাম, ‘হে আল্লাহর রাসুল! আপনার দৃষ্টিতে আমার জন্য সর্বাধিক ভীতিকর বস্তু কোনটি?’ তিনি স্বীয় জিহ্বা ধরে বললেন, ‘এটি।’ (তিরমিজি : ২৪১০)। রাসুল (সা.) অন্য এক হাদিসে জবানের অনিষ্টতা থেকে বাঁচার উপায় বলে দিয়েছেন। তিনি বলেন, ‘যে চুপ থাকে, সে নাজাত পায়।’ (তিরমিজি : ২৫০১)। শায়খ বকর ইবনে আবদুল্লাহ আল মুজানি (রহ.)-কে চুপ থাকা নিয়ে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, ‘আপনি এত দীর্ঘ সময় চুপ থাকেন কেন?’ জবাবে তিনি বললেন, ‘আমার জিহ্বা হিংস্র একটা জীবের মতো। যদি আমি ছেড়ে দিই, তাহলে এটা আমাকে খেয়ে ফেলবে।’ (বাহজাতুল মাজালিস : ১/১১)।

জিকিরে সিক্ত জবান : চুপ থাকা মানে দুনিয়াবি বেহুদা কথাবার্তা না বলা। তবে জবানকে জিকিরে সিক্ত রাখা এবং দ্বীনি নসিহায় প্রাণবন্ত রাখা কাম্য। আবদুল্লাহ ইবনে বুসর (রা.) সূত্রে বর্ণিত; এক লোক বলল, ‘হে আল্লাহর রাসুল! আমার জন্য শরিয়তের বিষয়াদি অনেক হয়ে গেছে। সুতরাং আমাকে এমন একটি বিষয় জানান, যাকে আমি শক্তভাবে আঁকড়ে থাকতে পারি।’ তিনি বললেন, ‘সর্বদা তোমার জবান যেন আল্লাহর জিকিরে সিক্ত থাকে।’ (তিরমিজি : ৩৩৭৫)।

জবানের সদ্যবহার জালাত লাভের উপায় : জিহ্বার নিয়ন্ত্রণ ও চুপ থাকার দ্বারা চির শান্তির সুখময় জালাত লাভ করা যায়। রাসুল (সা.) বলেন, ‘যে ব্যক্তি দুই চোয়ালের মধ্যবর্তী অঙ্গ (জিহ্বা) এবং দুই পায়ের মধ্যবর্তী অঙ্গ (গুপ্তাঙ্গ) সম্বন্ধে নিশ্চয়তা দেবে, আমি তার জন্য জালাতের নিশ্চয়তা দেব।’ (বোখারি : ৬৪৭৪)। অন্য হাদিসে এসেছে, রাসুল (সা.) বলেন, ‘আমি ওই ব্যক্তির জন্য জালাতের পাশে একটি প্রাসাদের জামিন হব, যে হকের ওপর থেকেও ঝগড়া পরিহার করে এবং ওই ব্যক্তির জন্য জালাতের মধ্যখানে একটি প্রাসাদের জামিন হব, যে ঠাট্টাচ্ছলেও মিথ্যা পরিহার করে। আর ওই ব্যক্তির জন্য জালাতের একটি প্রাসাদের জিম্মাদার হব, যার চরিত্র সুন্দর হয়।’ (সুনানে আবি দাউদ : ৪৮০০)।

সংযত জবান রবের অসন্তুষ্টি থেকে রক্ষা করে : লাগামহীন অপ্রয়োজনীয় অনর্থক কথা না বলে নীরব থাকতে পারলে আল্লাহর অসন্তুষ্টি ও ক্রোধ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। সেই সঙ্গে জবানের সদ্যবহারে জাহান্নাম থেকে মুক্তি মেলে। মুআজ বিন জাবাল (রা.)

সূত্রে বর্ণিত; তিনি বলেন, আমি একবার রাসুল (সা.)-এর সঙ্গে সফরে ছিলাম। তিনি বললেন, ‘আমি কি সব কাজের মূল, স্তম্ভ ও সর্বোচ্চ শিখর সম্পর্কে তোমাকে অবহিত করব না?’ আমি বললাম, ‘হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসুল!’ তিনি বললেন, ‘সব কাজের মূল হলো ইসলাম। এর স্তম্ভ হলো সালাত। আর সর্বোচ্চ শিখর হলো, জিহাদ।’ তিনি আরো বললেন, ‘আমি কি তোমাকে এ সবকিছুর সার সম্পর্কে বলব না?’ আমি বললাম, ‘হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসুল!’ তিনি তার জিহ্বা ধরে বললেন, ‘এটা সংযত রাখো।’ আমি প্রশ্ন করলাম, ‘হে আল্লাহর রাসুল! আমরা যে কথাবার্তা বলি, এগুলো সম্পর্কেও কি আমাদের পাকড়াও (জবাবদিহি করা) হবে?’ তিনি বললেন, ‘হে মুয়াজ, তোমার মা তোমাকে হারিয়ে ফেলুক। মানুষকে তো শুধু জিহ্বার উপার্জনের কারণেই অধঃমুখে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।’ (তিরমিজি : ২৬১৬)। চুপ থাকা শয়তান থেকে রক্ষা পাওয়ার প্রেসক্রিপশন। রাসুল (সা.) বলেন, ‘তোমার ওপর নেকির কথা বলা ছাড়া (অন্য সময়) দীর্ঘ চুপ থাকা আবশ্যিক করে নাও। কারণ, এটি শয়তানকে তোমার কাছ থেকে দূর করে দেবে। আর দ্বীনি কাজকর্মে তোমার সাহায্যকারী হবে।’ (সহিহ ইবনে হিব্বান : ৩৬২)।

## ৩৬। উপসংহার

গীবত বা পরনিন্দা হলো ইসলামের দৃষ্টিতে একটি কবীরা গুনাহ এবং জঘন্যতম পাপ, যা অন্যের অধিকার নষ্ট করে এবং আল্লাহর কঠোর নিষেধাজ্ঞার বিষয় ❖। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা গীবতকারীদেরকে মৃত ভাইয়ের মাংস খাওয়ার সাথে তুলনা করেছেন, যা মানুষের কাছে অত্যন্ত ঘৃণিত ❖।

গীবতের ভয়াবহতা

গীবত পাপটি নীরব ঘাতকের মতো। বান্দার অজান্তেই এটা তার নেকীর ভান্ডার নিঃশেষ করে দেয় এবং তাকে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করে ছাড়ে ❖।

গীবতকারীর দোয়া কবুল হয় না, নেক আমল গ্রহণযোগ্য হয় না এবং আমলনামায় তার পাপ বৃদ্ধি পায় ❖।

গীবত থেকে বাঁচার উপায়

গীবত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য প্রয়োজন:

জিহ্বা নিয়ন্ত্রণ করা এবং প্রয়োজন ছাড়া কথা না বলা

গীবতের ভয়াবহতা সম্পর্কে ধারণা অর্জন করা

নিজের দোষ খোঁজা এবং আত্মসমালোচনা করতে বলা

খাঁটি তওবা করা এবং যার গীবত করা হয়েছে তার কাছে ক্ষমা চাওয়া ❖

বিশেষ সতর্কতা

গীবত সাধারণত তওবায় মাফ হয় না, যার গীবত করা হয়েছে সে ব্যক্তি যদি ক্ষমা

করে, তবেই আল্লাহর কাছে মাফ পাওয়া যেতে পারে ❖। তবে ৬টি বিশেষ

পরিস্থিতিতে (যেমন: জুলুমের বিচার চাওয়া, ফতোয়া জানা, মানুষকে সতর্ক করা)

গীবত করা জায়েজ ❖।

চূড়ান্ত বার্তা

আমরা সবাইকে চাইতে হবে গীবত থেকে বিরত থাকতে, কারণ গীবতকারী ব্যভিচার

করা থেকেও জঘন্যতম পাপ করে ❖। আল্লাহ আমাদের সবাইকে গীবত থেকে

হেফাজত করার, জিহ্বা সংযত রাখার এবং নেক আমলসমূহ রক্ষা করার তাওফিক

দান করুন। আমীন ❖।

"তোমরা একে অপরের যেন গীবত না কর। তোমাদের কেউ কি স্থায়ী মৃত ভাইয়ের

মাংস ভক্ষণ পছন্দ করে? অনন্তর তোমরা তা অপছন্দ কর।" [সূরা আল-হুজুরাত:

১২] ❖

সমাপ্ত